শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত

বিজয়া
১৩৩৮

প্রকাশক—শ্রীতারকদাস গঙ্গোপাধ্যায়
যোগেন্দ্র পাব্লিসিং হাউস্
১০৮ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্
শালিখা, হাওড়া।

দাম—আট আনা

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য
মাসপয়লা প্রেস
১৯।১ ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা
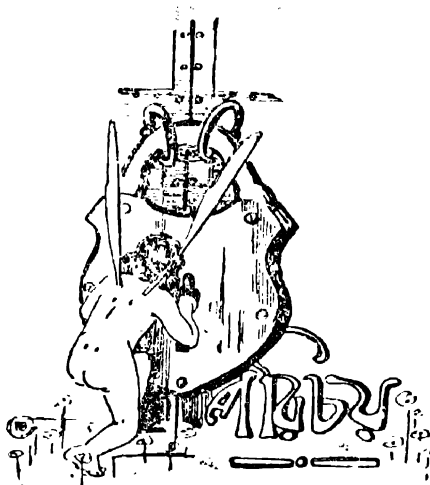
দিবাকর মিত্র	...	বৌদ্ধ শ্রমণ।
হর্ষবর্দ্ধন	...	স্থানীশ্বরের সম্রাট।
পুলকেশী	...	দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্র সম্রাট।
শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত	...	মগধেশ্বর (পরে—কর্ণসুবর্ণের রাজা)
উদায়ন	...	চম্পামালিনীর রাজা।
বাণভট্ট	...	কবি।
হিউ-এন-সাং	...	চীন পরিব্রাজক।
ভণ্ডি	...	স্থানীশ্বরের মহাসামন্ত (হর্ষবর্দ্ধনের মামাতো ভাই)
স্কন্দগুপ্ত	...	স্থানীশ্বরের সামন্ত।
অনন্ত বর্ম্মা	...	নরেন্দ্রগুপ্তের বন্ধু ও সেনাপতি।
ভাস্কর বর্ম্মা	...	কামরূপের প্রধান সেনানায়ক।
বন্ধুগুপ্ত ও হরিগুপ্ত	...	নালান্দা বিহারের বিদ্যার্থী ছাত্র।
কুমারসেন	...	হর্ষবর্দ্ধনের পরিচারক।
মাধব	...	মগধেশ্বরের গুপ্তচর।
অর্জ্জুন	...	বিদ্রোহী নেতা।
অজিন	...	সম্রাট পুলকেশীর নর্ম্মসখা।

এই অবনত

ভারতকে

ঊর্দ্ধে তুলিবার জন্য

যে তরুণের দল

শত ঝঞ্ঝা, বজ্র

মাথা পাতিয়া লইয়াছেন

তাঁহাদের কর কমলে—

ইতি—

গ্রন্থকার

ভ্রম সংশোধন ঃ—

২০, ২১, ও ৪৬ পৃষ্ঠায়

‘হর্ষ’ স্থলে ‘নরেন্দ্র’ হইবে

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—রাজপথ। কাল—মধ্যাহ্ন।

উচ্ছৃঙ্খল কয়েকজন নাগরিক মুক্ত অসি হস্তে চলিয়া গেল, তাদের পশ্চাতে স্কন্ধগুপ্ত। ভণ্ডি প্রবেশ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল—

ভণ্ডি। স্কন্ধগুপ্ত!...

স্কন্ধ। নাগরিকগণ ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। তারা রক্তের পরিবর্ত্তে রক্ত চায়।

ভণ্ডি। তাই বুঝি উলঙ্গ অসি নিয়ে তারা বেরিয়েছে... আর তুমি তাদিগকে চালিয়ে নিচ্ছ হত্যার একটা উন্মাদনা দিয়ে?—

স্কন্দ। এ ভ্রাতৃ হত্যার তুমি প্রশ্রয় দিতে চাও ভণ্ডি?

ভণ্ডি। স্তব্ধ হও, এত স্পর্দ্ধা তোমার?—বিনা প্রমাণে হর্ষবর্দ্ধনের বিরুদ্ধে এত বড় একটা মিথ্যা অভিযোগ আনতে পার?

স্কন্দ। চোখ রাঙিয়ে কাকে ভয় দেখাচ্ছ ভণ্ডি? ভয়ে স্কন্দগুপ্তের একখানি কেশও কখনো কণ্টকিত হয়ে ওঠে নি। মালবরাজ দেবগুপ্তের অসংখ্য সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে রাজা রাজ্যবর্দ্ধন জয়োল্লাসে মৌখরি হতে দেশে ফিরছেন...হর্ষবর্দ্ধন গেলেন বিপুল সৈন্যদলকে হাত করে ভাইকে সাহায্য কর্‍বার একটা মিথ্যা হেতু নিয়ে কান্যকুব্জের পথে।—

ভণ্ডি। কান্যকুব্জের সে যুদ্ধের কথা তুমি কি জান!... সেই যে বর্ম্ম পরেছি এখনো সে রুধির সিক্ত লৌহ অঙ্গরাখা খুলে ফেলি নি। সেই ভীষণ বীভৎস যুদ্ধক্ষেত্রে, সেই গলিত মৃতস্তূপের মধ্যে ভগ্নী রাজ্যশ্রীর নামে আবার মৌখরীর জয়পতাকা উড়িয়ে এসেছি...

স্কন্দ। তা এসেছ; কিন্তু বিজয়ী রাজা রাজ্যবর্দ্ধনকে এত অগণিত সৈন্যগণের মধ্যে...ভণ্ডির মত এমন চতুর সেনাপতির সুমুখে কে হত্যা কর্‍লে সে কাহিনী শ্রীকণ্ঠের লোকে জানতে চাইছে।

ভণ্ডি। জানবার আগে যে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে আর সে বিদ্রোহের বহ্নিতে ইন্ধন যোগাচ্ছে স্কন্ধ-গুপ্তের মত একজন সামন্ত!

স্কন্ধ। রাজ্যবর্দ্ধনের রক্তে যার হস্ত কলঙ্কিত তার মস্তক রক্ষা কর্‌বার কোনও আবশ্যকতা স্কন্ধগুপ্তের তরবার বোঝে না।

ভণ্ডি। তাই যদি...যদি তেমন শক্তি রাখ, তবে যাও তোমার অবুঝ তরবার নিয়ে মহেশ্বর শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের মস্তকের উদ্দেশে;...সেই ত রাজা রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যা-কারী...সেই আমাদের চোখের উপর...আমাদের বিজয়ী বাহিনীর বেষ্টনী হতে রাজাকে ভুলিয়ে নিয়ে হত্যা করেছে...সেই তপ্ত রক্তে মালবরাজ দেবগুপ্তের বন্ধুত্বকে অভিসিক্ত করে সে তার এ দারুণ পরাজয়ের প্রতিশোধ দিলে।

স্কন্ধ। রাজ্যশ্রী?...

ভণ্ডি। কে তার খোঁজ নিচ্ছে এ শ্রীকণ্ঠে?...কে সে বালবিধবার জন্য দুফোঁটা চোখের জল ফেল্‌ছে?...নরেন্দ্র-গুপ্তের লৌহকারাগারের পাষাণ প্রাচীর চূর্ণ করে ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য কার হস্তের অস্ত্রে ঝণ্‌ঝণা বাজ্‌ছে?...এ হত্যার জন্য...এ নিষ্ঠুর পীড়নের জন্য যার

বুকের রক্তে টান পড়েছে সে গেছে ছুটে উন্মাদের মত...
তার হস্তের অসিকে রক্ত পানের জন্য উন্মত্ত করে।

স্কন্ধ। এ সংবাদ ত শ্রীকণ্ঠের...এ স্থানীশ্বরের কেউ জানে না। কুমার হর্ষবর্দ্ধনের সৈন্যদল কেউ ফিরে এল না, তিনি এলেন না...সংবাদ এল রাজ্যবর্দ্ধন নিহত। এ হত্যার জন্য হর্ষবর্দ্ধনকে দায়ী করে নাগরিকগণ ক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

ভণ্ডি। তাদের ভণ্ডির আগমনের জন্য অপেক্ষা করা উচিৎ ছিল।

স্কন্ধ। এখন ?...

ভণ্ডি। এখন আমাদের প্রস্তুত হতে হবে সম্মুখের একটা বিরাট সংঘর্ষের জন্য। অপেক্ষা কর সকলে হর্ষবর্দ্ধনের ফিরে আসা অবধি।...তারপর তাকে এ স্থানীশ্বরের সিংহাসনে বসিয়ে এমন এক সমরায়োজন আমাদের কর্ত্তে হবে যার সঙ্গে সঙ্ঘাত লেগে মগধের রাজমুকুট লুটিয়ে যাবে তাদের সৈন্যগণের রক্তপঙ্ক মাঝে, তারপর এই স্থানীশ্বরের বুকের উপর ভারতের সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যের জয়পতাকা উড়িয়ে—

[হর্ষবর্দ্ধনের প্রবেশ]

হর্ষ। তুমি স্বপ্ন দেখছ ভণ্ডি ? চলে এস আমার সঙ্গে, দেরী কর্ব্বার সময় নেই।

ভণ্ডি। আপনি? ভগ্নী রাজ্যশ্রী?

হর্ষ। ভগ্নী রাজ্যশ্রীর সন্ধানে নরেন্দ্রগুপ্তের স্কন্ধাবারকে তাড়া করেছি প্রয়াগ অবধি।—জানতে পার্লেম ভগ্নী, নরেন্দ্র-গুপ্তের লৌহ শৃঙ্খল ভেঙ্গে পালিয়েছে। চল ভণ্ডি, আমরা কয়জন দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ি,... পাতি পাতি করে দেখব আর্য্যাবর্ত্তের প্রতি অরণ্য, প্রতি পর্ব্বত-উপত্যকা...চল, এক মুহূর্ত্তের দেরীতে হয়ত সব পণ্ড হয়ে যাবে। সৈন্যগণকে চম্পার দিকে চালিত করে এসেছি, তারা অগ্রসর হচ্ছে পথে পথে মৃত্যুর ঝঞ্ঝা তুলে।

ভণ্ডি। রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার জন্য নাগরিকগণের মধ্যে চাঞ্চল্য এসেছে, তারা আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে, তাদেরে বুঝিয়ে একটু শান্ত করে যান।

হর্ষ। সময় নেই। ভণ্ডি, তারা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনুক, ষড়যন্ত্র করুক ক্ষতি নেই...কিন্তু... স্কন্ধগুপ্ত,—

স্কন্ধ। কি কুমার?

হর্ষ। আমাকে হত্যা কর...হর্ষবর্দ্ধনের নাম পৃথিবী হতে লুপ্ত করে দাও, কিন্তু পিতা প্রভাকর বর্দ্ধনের সাম্রাজ্য গৌরবকে একটা বিপ্লবের মধ্যে এনে গলা টিপে মের না।

এস ভণ্ডি, তোরণ দ্বারে কুমারগুপ্ত আমাদের জন্য অপেক্ষা কচ্ছে।

স্কন্দ। ষোড়শবর্ষীয় এই তরুণ বালক! এই হবে স্থানীশ্বরের সম্রাট?

—০—

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—পার্ব্বত্য বনভূমি। কাল—অপরাহ্ণ।

কুমার সেন একখানা উপল খণ্ডের উপর বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতেছিল, আর উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে নেপথ্যের দিকে চাহিয়া আছে, শেষে বিরক্তির ভঙ্গীতে বলিল—

কুমার। নাঃ। আর পারা গেল না...ঘোড়া হাঁকিয়ে কোন দিকে যে উধাও হলেন তিনি তিন ঘণ্টা তার পাত্তাই নেই।...শুধু বন পাহাড়। এই নির্জ্জন রাজ্যে কি একা একা মন মজে? বাঃ! দিব্যি ফুলটি ত! এর সঙ্গে দুটি কথা বলতে ইচ্ছে হয়...নাঃ, ওর যে সঙ্গী জুটেছে—ঐ প্রজাপতিটা! একা

একা। আর দিন কাটেনাকো! বসে বসে ইমন কল্যাণ ভাঁজি...হুঁ—হুঁ—হুঁ—

নীরব বীণার তান,
কণ্ঠ গেছেছে থামিয়া
পারি না ডাকিতে আর
ওগো দেব। বহি ধ্বনি ভার
ক্ষীণ কণ্ঠ সাধিয়া সাধিয়া—

নেপথ্যে—প্রতিধ্বনি—"সাধিয়া সাধিয়া"...

কুমার। কে?

নেপথ্যে—প্রতিধ্বনি—"কে?"

কুমার। কুমার সেন।

নেপথ্যে—প্রতিধ্বনি—"মার সেন"

কুমার। হর্ষবর্দ্ধনের দূত আমি

নেপথ্যে—প্রতিধ্বনি—"দূত আমি"

কুমার। আমার সঙ্গে ব্যঙ্গ?

নেপথ্যে—প্রতিধ্বনি—"সঙ্গে ব্যঙ্গ"?

কুমার। চুপ্।

নেপথ্যে—প্রতিধ্বনি—"চুপ্"

কুমার। মজা দেখাচ্ছি।

নেপথ্যে—"মজা দেখাচ্ছি"

কুমার।—তরবারের এক ঘায়েই শির উড়িয়ে দেব।

নেপথ্যে—"শির উড়িয়ে দেব।"

কুমার। [কণ্ঠস্বর নিম্ন করিয়া] এঁ্যা...ভয় পাওয়ার ছেলে ত নয়। চেহারাটা একবার দেখতে হল। [উচ্চৈস্বরে] দেখি, একবার বেরিয়ে আয় দেখি—

নেপথ্যে—প্রতিধ্বনি—"বেরিয়ে আয় দেখি"

কুমার। এঁ্য ! মহা বিপদ—

[ভণ্ডির প্রবেশ]

ভণ্ডি। কুমার সেন ?—

কুমার। যান মহাশয় ! এতক্ষণ ছিলেন কোথায় ? কাণ্ডজ্ঞান নেই ?

ভণ্ডি। মহা বিপদ—

কুমার। বিপদ কি আমারও কম ? যে লোকের পাল্লায় পড়েছিলাম আর একটু হলেই দিয়েছিল শেষ করে—

ভণ্ডি। কে ?

কুমার। কেমন করে জানব কে ?...চোখে ত আর দেখিনি।

ভণ্ডি। চোখে দেখনি তবু ভয়ে দিশেহারা ?

কুমার। ভয় হবে না ?...সেই যে মন্ত্রেপড়া তরবার খানা দিয়েছিলে তাও ত ভুলে ফেলে এলেম। তাই শুধু

হাঁক ডাক দিয়ে ভয় দেখালাম...কিন্তু ভড়কাবার ছেলে সে নয়।

ভণ্ডি। কোথায় সে?

কুমার। ঐ পাহাড়ের গহ্বরে।

ভণ্ডি। আবার একবার হাঁক দেখি।

কুমার। [উচ্চৈস্বরে] বলি ও পাহাড়ের বীর এস দেখি এবার উড়িয়ে দিই শির।

নেপথ্যে—প্রতিধ্বনি—"উড়িয়ে দিই শির",

কুমার। শুনলে?

ভণ্ডি। ঐ? ও যে প্রতিধ্বনি।

কুমার। প্রতিধ্বনি?...ভয়ে যে আমার কাঁপুনি লেগেছিল। তিনি কোথায়?...কুমার হর্ষবর্দ্ধন?

ভণ্ডি। মহা বিপদ কুমার সেন! চম্পামালিনীর সংবাদের জন্য কুমার ও আমি ছাউনির মধ্যে বসে আছি... হঠাৎ সুমুখে এল এক তরুণ যুবক...সমস্ত অঙ্গ ঘিরে তার লাবণ্যের প্লাবন...চোখে কিন্তু অসহ্য অগ্নিজ্বালা...কণ্ঠস্বর অমানুষিক গম্ভীর। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র...হস্তে তরবার নেই...কটিবন্ধে পিধান নেই।—এমন ধীর স্থির সংযত ভাবে হর্ষবর্দ্ধনকে আহ্বান করে নিয়ে গেল... আমাদের কথা কইবার কোন অবকাশ হল না, হর্ষ-

র্দ্ধনের সাধ্য হল না সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা।

কুমার। রাজ্যবর্দ্ধনের পরিণামের পুনরাভিনয় হচ্ছে না ত?

ভণ্ডি। বিষম ভাবনায় পড়েছি। চল, চম্পামালিনী হতে আমাদের একদল পদাতী সৈন্য নিয়ে হর্ষবর্দ্ধনের অনুসরণ করি।

কুমার। কোন পথে গেছেন?

ভণ্ডি। পথে পথে গুপ্তচর পাঠিয়েছি। তাদের কাছে সন্ধান নেব।

কুমার। কি জানি...কি বিপদ আবার ঘনিয়ে এল।

[উভয়ের প্রস্থান]

—*—

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ধ্বংসাবশেষ চম্পামালিনী। কাল—অপরাহ্ণ।

হর্ষবর্দ্ধন ও উদায়ন।

উদা। উদ্দেশ্য...হর্ষবর্দ্ধনের কঠোর হৃদয়ের কোনও নিভৃত কোনে একটুকু কোমলতা যদি লুকিয়ে থাকে, যদি

তিনি বিবেকের সন্ধান রাখেন তবে তা দিয়ে তাঁর হিংস্র, রক্ত লেলিহান সৈন্যগণকে এ চম্পা হতে তাড়ান। ঐ দেখুন,—শ্মশানের চিতা-ধূমে চম্পার আকাশ কি নিবিড়! কি রক্তের ঢেউ লেগেছে তার শ্যাম দূর্ব্বাদলের উপর দিয়ে!—প্রতি পদক্ষেপেই বিক্ষিপ্ত শব-কঙ্কাল চরণ তলে দলিত হচ্ছে, প্রতি পদক্ষেপেই চম্পার নিরীহ, নিরপরাধ অধিবাসিগণের রক্তে চরণ রাঙিয়ে উঠ্‌ছে। ক্ষুদ্র এক জনপদের উপর রুধির লোলুপ সসস্ত্র প্রবল বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে একটা হত্যার উৎসবের আয়োজন কি হর্ষবর্দ্ধনের আনন্দ-ব্যসন?

হর্ষ। চম্পা ধ্বংস হোক, প্রলয়ের অগ্নি জ্বলে উঠুক দিকে দিকে, ভেঙ্গে পড়ুক ভারতের বক্ষঃ হাহাকারে, হাহাকারে—যতদিন ভগ্নী রাজ্যশ্রীর উদ্ধার না হয়, ততদিন হর্ষবর্দ্ধনের সৈন্যগণের তরবারি কোষবদ্ধ হবে না?

উদা। আপনার ভগ্নীর নির্য্যাতনের জন্য যে এই চম্পানাগিনী কণামাত্র দায়ী নহে তা একবার স্থির বুদ্ধিতে ভেবে দেখেছেন কি? আপনার এক ভগ্নীর জন্য আজ চম্পার কত ভগ্নী পুত্রহারা, পতিহারা হয়ে হাহাকার কচ্ছে ভাববার একটু অবসর নিউন—

হর্ষ। দয়া, মায়া হর্ষবর্দ্ধনের হৃদয় মধ্যে পুড়ে খাক্ হয়ে

গেছে, বিবেককে দিয়েছে সে বিসর্জ্জন ঐ রক্ত উচ্ছ্বাসের মধ্যে।

উদা। তবে বৃথা এ হত্যার জন্য—এই সব অথর্ব্ব নিরপরাধ প্রাণীগুলির রক্তের জন্য আমিই প্রতিশোধ নেব।

হর্ষ। প্রতিশোধ নেবে?

উদা। এমন প্রতিশোধ নেব, যাতে আপনার অত্যাচারের রক্তাক্ত তরবার খানি চিরদিনের জন্য স্তম্ভিত হয়ে যায়।

হর্ষ। তাই বুঝি অতর্কিতে এ নির্জ্জন প্রান্তরে আমায় টেনে এনেছ? কিন্তু বৃথা তোমার এ কৌশল...ব্যর্থ তোমার এ ষড়যন্ত্র। হর্ষবর্দ্ধনের বিপুল বাহিনী, চম্পামালিনী ছেয়ে আছে;—হর্ষবর্দ্ধন যখন তোমার মত সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে বেরিয়ে আসে তখন তার সামন্ত, সৈন্যদল নিয়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটে আসেনি এমন কথা মনের কোনে স্থান দিও না।

উদা। কি ভয় দেখাচ্ছেন স্থানীশ্বরের ভাবী সম্রাট?—এই নির্জ্জন প্রান্তরে আপনার প্রেত-লীলার এই শবাকীর্ণ শ্মশানে এই তীক্ষ্ণধার তরবার যদি এই মুহূর্ত্তে আপনার বুকে বসিয়ে দিই কে আপনার রক্ষার জন্য ছুটে আসবে?

হর্ষ। হর্ষবর্দ্ধন দুর্ব্বল বাহুতে অসি ধারণ করে না।

উদা। দেখি, আপনার কি শক্তি...অসির ধার কত তীক্ষ্ণ!

[তূর্য্যধ্বনি]

[সেনাদল সহ চম্পামালিনীর ধর্ম্মাধিকার, সামন্ত প্রভৃতির প্রবেশ]

উদা। সম্মুখে দেখছ,—এই যে সুন্দর, সুঠাম তরুণ যুবককে,...ইনিই চম্পামালিনীর সর্ব্বনাশের নায়ক,... হিংসার আগুনে রাত্রি দিন টগ্ বগ্ করে ফুটছে এঁর হৃদয় মধ্যে মানব প্রাণের কোমল প্রবৃত্তি গুলি,—নেচে উঠ্‌ছে উত্তপ্ত রক্ত,—শিরায় শিরায়—হত্যার তালে তালে।

সামন্ত। এই?—এই সুকুমার বালক?

উদা। হাঁ, এই। এই সুকুমার আবরণের আড়ালেই রয়েছে হা করে,—এর রাক্ষসী প্রবৃত্তির বিকট রসনা। এই রসনাকে আমি স্তব্ধ কর্ব্ব; এতে অশেষ লাঞ্ছনা, অপরিসীম দুঃখের মাঝে যদি এ জীবন লীন হয়ে যায়...ক্ষান্ত হব না।

ধর্ম্মাধিকার। তাইত।

উদা। হৃদয়কে সংযত কর ধৈর্য্যের বাঁধনে, মনে আন অদম্য শক্তি। বড় বিপদের সম্মুখীন হতে হবে তোমাদের এই মুহূর্ত্তে।

সকলে। আমরা প্রস্তুত।

উদা। তোমাদের সকলের কটিবন্ধ হতে পিধান খুলে ফেলে দাও, হস্তের অসি পরিত্যাগ কর।

[সকলে অসি পরিত্যাগ করিল, পিধান খুলিয়া ফেলিল]

উদা। নির্ব্বাক বিস্ময়ে কি চেয়ে আছেন? এই নিন, আমিও অসি পরিত্যাগ কর্লেম। আমায় বন্দী করুন, তারপর এই চম্পা মালিনীর রাজ্যভার গ্রহণ করে চম্পার অধিবাসিগণের ক্ষত বিক্ষত বেদনাতুর প্রাণকে শান্তির নিশ্বাস ফেলতে দিউন।

সামন্ত। এাঁ! মহারাজ! একি আত্ম সমর্পণ?

উদা। হাঁ—আত্মসমর্পণ। এই শক্তিহীন রাজার তুচ্ছ একটা রাজসম্মানের পরিবর্ত্তে এই রাজ্যে শান্তি ফিরে আসুক।

সামন্ত। আমরা আমাদের রাজাকে এ অবমাননা হতে রক্ষা কর্ব্ব,—আমরা প্রাণ দেব।

উদা। প্রাণ ত অনেকে দিয়েছে...শুদ্ধ তুচ্ছ একটা সম্মানের জন্য সারা রাজ্য জুড়ে আর্ত্তনাদ তুলেছি, কত মাতাকে পুত্রহারা করেছি, কত ভাইয়ের বক্ষে ভ্রাতৃশোকের শেল বিঁধিয়েছি। আর না।...সমস্ত দুঃখের অবসান হোক... সকলে শান্তির শ্বাস ফেলুক।

ধর্ম্মাধিকার। আমরা হর্ষবর্দ্ধনকে কখনো আমাদের সম্রাট বলে স্বীকার কর্ব্ব না।

উদা। তবে যাও। এই মুহূর্ত্তে এ রাজ্য হতে নিজেদের নির্ব্বাসিত কর। রাজদ্রোহী হয়ে আর দেশের দুঃখ বাড়িও

সামন্ত। যে আজ্ঞে। [সামন্ত প্রভৃতির প্রস্থান

হর্ষ। আপনি সত্যই আমায় বিস্ময়ে অভিভূত কর্লেন। আপনি কি রাজা উদায়ন?

উদা। পরাজিত,—আপনার এই বন্দী, চম্পার ভাই বলেই খ্যাত।

হর্ষ। বন্দী, তোমায় বন্দী কর্ব্ব এমন নিগড় দিয়ে আজীবন তা হতে মুক্ত হতে পার্বে না। [উদায়নকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন]

[ভণ্ডি, কুমারসেন ও কয়েকজন স্থানীশ্বর সৈন্যের প্রবেশ]

ভণ্ডি প্রভৃতি। জয় কুমার হর্ষবর্দ্ধনের জয়।

হর্ষ। বল,—জয় চম্পামালিনীর রাজা উদায়নের জয়। হর্ষবর্দ্ধনের সম্পূর্ণ পরাজয় আজ। ভণ্ডি, চম্পা হতে সৈন্যদল ফিরিয়ে নাও।

কুমার। এলাম যুদ্ধ কর্ত্তে এ যে দেখছি প্রণয়ের অভিনয়। বাঁচা গেল বাবা! হিংস্র জানোয়ারের প্রবৃত্তি

থেকে ফিরে এস, মনুষ্যত্বে। মানব পর্য্যায় হতে কি শোচনীয় অধঃপতন মানুষের।

হর্ষ। সত্য কুমারসেন,—মানুষ যখন রক্তলিপ্সু হয়ে মানুষের টুঁটি কাম্‌ড়ে ধরে তখন মনে হয় না যে এরা মানুষ।

ভণ্ডি। ভগ্নী রাজ্যশ্রীর এখনো সন্ধান হল না, এই অসমাপ্ত কার্য্যের মধ্যে হঠাৎ স্থানীশ্বর সৈন্যের হস্তের অসি কোষবদ্ধ হল কেন ?—কারণ বুঝ্‌ছি না।

হর্ষ। এই চম্পামালিনীতে রাজ্যশ্রীর কোন সন্ধান হবে না। মিথ্যা সংবাদের উপর নির্ভর করে একটা দেশের উপর দিয়ে মৃত্যুর ঝড় বহিয়ে দিয়েছি। সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আজ স্থানীশ্বরের অসি কোষবদ্ধ হয়েছে।

ভণ্ডি। তবে কি মৌখরীর হতভাগিনী মহারাণীকে তার নির্ম্মম অদৃষ্টের উপর ফেলে রেখে স্থানীশ্বরের সৈন্য নিয়ে ফিরে যাব ?

উদায়ন। চলুন বিন্ধ্যাচলের দিকে যাই, আপনার ভগ্নীর অনুসন্ধানের কিছু সাহায্য বোধ হয় করতে পার্ব্ব।

হর্ষ। মহানুভব উদায়ন! আপনার এ শ্মশানে আগে শান্তি প্রতিষ্ঠা করুন। ভগ্নীর অনুসন্ধান আমরাই কর্ব্ব। এস ভণ্ডি! [সকলের প্রস্থান]

—o—

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—বিন্ধ্যাচল। কাল—সন্ধ্যা।

একটা নির্ঝরের সম্মুখে ভীল-বালকগণ নৃত্যগীত করিতেছিল, অদূরে পলাশ ছায়ায় বসিয়া অপর একটা বালক বাঁশী বাজাইতেছিল।—

আজু মেরি বনমে কোয়া স্বরত ভেলা।
মলয়া পাগলা উতলা বহিলা
কলিয়া রাঙিয়া দেলা।
হো, হো ভেইয়া,
নীলা চাদনী পরে চাঁদিয়া উজালা,
মিঠি মিঠি হাসত চম্পা চামেলি বেলা।
ভেলা পরাণ মাতুয়ারা,
কাহে রই রই ফুকারা
ও কোন চিড়িয়া কোয়েলা।

হর্ষবর্দ্ধন, কুমারসেন ও ভণ্ডির প্রবেশ।

হর্ষ। দেখছ ভণ্ডি, এই বন বালকগণের অঙ্গে অঙ্গে তারুণ্যের কি পরিপূর্ণ পুলক সমারোহ।

ভণ্ডি। এদের কাছে সন্ধান নেই সম্রাট—যদি তারা রাজ্যশ্রীকে দেখে থাকে। কুমার যাও ত।

কুমার। (ভীল বালকগণের কাছে যাইয়া) আরে ভেইয়া!

প্রঃ বালক। কোয়া মহারাজ?

কুমার। তুম দেখাহুঁ মেরা বহিনকো ?

প্রঃ বালক। ওঃ—হো—হো—হো ! মেরা একটো বহিন থা মহারাজ ! বহুৎ খুব সুরত...ক্যেয়া বড়িয়া মোটি মোটি ঠোঁট...ক্যেয়া বড়িয়া বদনকা জলুস...কালা কুচ্‌কুচে পাত্থরকা মাফিক। ওঃ হোঃ...মর গ্যেয়া মহারাজ,—মর গ্যেয়া। দিন বখৎ রোয়ে রোয়ে মেরা মাইজী আঁখি তো গ্যেয়া।

কুমার। তুমরা বহিনাকো বাৎ নেহি ক্যায়েতেহুঁ, হামেরা একটো বহিন ইধার আয়াহা...তুম দেখায়া ?

প্রঃ বালক। নেহি মহারাজ ! নেহি দেখা ! কভি মুলাকত নেহি হুয়া।

[দিবাকর মিত্রের প্রবেশ]

দিবা। আপনাদের ভগ্নীকে আমি দেখেছি...আপনারা বোধ হয় মৌখরীর বিধবা রাণী রাজশ্রীকে খুঁজতে এসেছেন।

হর্ষ। হাঁ...হাঁ। কোথায় সে ?

দিবা। শিগ্‌গীর আসুন ; এত দিন নানা প্রবোধ দিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছি, আর বুঝি পারলেম না। পুড়ে মরবার জন্য তিনি আজ অগ্নি প্রজ্বলিত করেছেন। শিগ্‌গীর আসুন।

[ব্যস্ত হইয়া সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—অরণ্যমধ্যস্থ শিবালয়। কাল—রাত্রি।

প্রবল ঝড়, অশ্রান্ত বৃষ্টি, মুহুর্মুহুঃ বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ প্রকাশ।

মন্দির মধ্যে বিগ্রহ সম্মুখে নরেন্দ্র গুপ্ত ও অনন্ত বর্ম্মা। অনন্ত তন্ময় হইয়া প্রকৃতির এই রুদ্রলীলা দেখিতেছিল।

নরেন্দ্র। অনন্ত!

অনন্ত। (চমকিত হইয়া) মহারাজ!

নরেন্দ্র। স্থির দৃষ্টিতে কি চেয়ে আছ?

অনন্ত। অন্ধকারের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

নরেন্দ্র। ও কি বিদ্যুৎ?...দেবতার ক্রোধাগ্নির শিখা বেরুচ্ছে! প্রকৃতি গর্জ্জাচ্ছে কি বুক-পোরা ক্ষোভে! আকাশ দেখছ?...কি নুইয়ে গেছে পাপের ভারে? অনন্ত!—

অনন্ত। মহারাজ!

নরেন্দ্র। এই তুলসীপত্র নাও, এই নাও পবিত্র তাম্রখণ্ড,—সম্মুখে তোমার ভগবানের বিগ্রহ মূর্ত্তি ঐ দেবশিলা। শপথ কর!

অনন্ত। একি খেয়াল আজ মহারাজ?

নরেন্দ্র। খেয়াল নয় অনন্ত, বিনা প্রয়োজনে এ দুর্য্যোগ রাত্রে নরেন্দ্রগুপ্ত শুধু খেয়ালের বশে এ মন্দিরে তোমায় ডেকে আনেনি।

অনন্ত। কি প্রয়োজন মহারাজ ?

নরেন্দ্র। শপথ কর আগে।

অনন্ত। কি শপথ ?

হর্ষ। তোমার বিবেক নিঃশেষ করে আমায় দান কর্ব্বে।

অনন্ত। ধন, মান, যশঃ, খ্যাতি সব ত দিয়েছি।

হর্ষ। বিবেকও দিতে হবে।

অনন্ত। আমার রইল কি ?—বিবেকহীন মানুষের সত্বাই বা কি ?

হর্ষ। কিছুই রাখ্‌তে পার্ব্বে না...দুই বন্ধুর হৃদয়ের মাঝে বিবেকের ব্যবধান থাকলে...হৃদয়ে হৃদয়ে মিলনের ব্যাঘাত হবে। কি মর্ম্মব্যথায় অনন্ত, তোমায় বিবেক ত্যাগ কর্ত্তে বল্‌ছি জান ?—জগতের সনাতন, শ্রেষ্ঠ, পূজার্হ ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের ম্লান মহিমার পানে একবার ফিরে চাও ;—পুণ্য ক্ষেত্র বারাণসী, বিষ্ণুপাদতীর্থ গয়া বৌদ্ধ বিহারের লীলাভূমিতে পরিণত...তপোবন স্তব্ধ আজ,—ব্রাহ্মণ কণ্ঠের উদাত্ত ওঁকার ধ্বনি ভক্তি বিরোধী বৌদ্ধগণের নিরাশ জ্ঞানের তত্ত্ব কথায় ডুবে গেছে। নরেন্দ্রের কোনও স্বার্থ নেই তোমায় এমন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করায়। স্বার্থ—ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের উদ্ধার,—স্বার্থ ব্রাহ্মণের মহিমা জ্যোতিঃ এ ভারতে চির ভাস্বর রাখা !

অনন্ত। ধর্ম্মের উদ্ধারে কি বিবেক বাধা দিতে পারে?

হর্ষ। পারে না? —বুদ্ধদেবের মন্দিরে শাক্যসিংহের যে পাষাণমূর্ত্তি রয়েছে তা তুমি অকম্পিত হৃদয়ে চূর্ণ কর্ত্তে পার?

অনন্ত। না।... তা পারি না।

হর্ষ। কেন পার্ব্বে না? —বিবেক বাধা দেবে?

অনন্ত। ঠিক তাই।

নরেন্দ্র। তাই বলছি। —একটা ধর্ম্মের উপর আর একটা ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন কর্ত্তে হলে বিচার বিবেক বিসর্জ্জন দিতে হয়। সব কার্য্যে একটা উন্মাদনা চাই অনন্ত।... কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুন যখন তাঁর সমরাকাঙ্ক্ষী স্বজনগণকে সম্মুখে দেখলেন, তাঁর বিবেক এসে তাঁর বজ্র মুষ্টি হতে গাণ্ডীব লুটিয়ে দিল তাঁর কপিধ্বজ রথের পাদপীঠে;—ভগবানের মূর্ত্ত প্রকাশ শ্রীকৃষ্ণ তখন তত্ত্বজ্ঞানের অপূর্ব্ব জ্ঞান-প্রবাহে অর্জ্জুনের সমস্ত বিবেক ভাসিয়ে দিয়ে কুরুক্ষেত্রকে রক্তে রঞ্জিত করে তুললেন।

অনন্ত। শপথ গ্রহণ কর্লেম। সর্ব্বরকমে রিক্ত সম্বল অনন্ত মহেশ্বরের সেবায় তার জীবনকে ধন্য করুক।

নরেন্দ্র। হর্ষবর্দ্ধন আমার বিরুদ্ধে বিরাট অভিযানের আয়োজন কচ্ছে; সে যে এ তরবার তুলছে শুধু আমার মস্তক লক্ষ্য করে নয়,—ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের উপরও তার ভীষণ

লক্ষ্য ; অনন্ত !—বন্ধু আমার ! বাহিরে প্রলয় হাহাকার করে উঠছে, সম্মুখে ঐ প্রলয় লীলার দেবতা ; চল, আমরা দু ভাই এই রুদ্রলগ্নে দুটি প্রলয় মূর্ত্তি ধরে হর্ষবর্দ্ধন ও তার বৌদ্ধ গৌরবের উপর যুগপৎ আপতিত হই ;...সবকে দলে, পিষে ভূমিস্যাৎ করে এ ভারতের বুকে আবার আর্য্যের মহিমা জ্যোতিঃ উদ্ভাসিত করে তুলি।

[সহসা ভীষণ বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ প্রকাশ]

অনন্ত। ওঃ !

নরেন্দ্র। শুনছ ?—উন্মাদিনী প্রকৃতি আজ কি বুক ফাটা চীৎকার করে উঠছে।—এই শুভলগ্ন। চল—

[উভয়ের প্রস্থান]

—o—

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—নালন্দাবিহার। কাল—রাত্রি।

বন্ধু। কারণ এই ভাই !—শুষ্ক নিরাশ জ্ঞানের তত্ত্ব কথায় কারো প্রাণে শান্তি পায় না।—বৃন্দাবনের মধুর বাঁশরী যাদের প্রাণে প্রাণে প্রেমের পরশ দিয়ে গেছে, তাঁরা কি অনুশাসনের কঠোর বন্ধনে ধরা দেয় ?

হরি। কিন্তু সুদূর চীনের পরিব্রাজক হিউয়েনসাং আচার্য্য শীলভদ্রের চরণতলে মস্তক নত করে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন।

[মাধবের প্রবেশ]

মাধব। ভাল আছ বন্ধু গুপ্ত? হরি কেমন আছ?

বন্ধু। মাধব যে? এত রাত্রে?

মাধব। চুপ্—চুপ্ ভাই! বিশেষ একটা কাজ নিয়ে এসেছি। আমার হস্তের এই রজত সম্পুট দেখছ? —সহস্র কাঞ্চন মুদ্রায়—পূর্ণ লোভনীয় এ সম্পুট নিয়ে কেন তোমাদের সম্মুখে এই গভীর রাত্রে এসেছি জান?

হরি। হয়ত এই সহস্র মুদ্রার প্রলোভনে ফেলে আমাদিগকে দিয়ে এমন একটা কাজ করাবার মতলব এঁটেছ যা তোমার অনুমান হচ্ছে যে—

মাধব। হাঁ...অনুমান হচ্ছে যে তা তোমরা কর্বে।

বন্ধু। শুনি, কি কাজ?

মাধব। শুন্‌বার আগে একটা শপথ কর।

হরি। কেন? কি ব্যাপার?

মাধব। তোমাদের এই বিরাট শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে আমি এই রাত্রিতে এসেছি শুধু তোমরা দুজনের বন্ধুত্বের উপর

নির্ভর করে ; শপথ কর...আমার এই একান্ত নির্ভর বন্ধুত্বের অমর্য্যাদা কর্ব্বে-না। আমার কার্য্যের কথা শুনে হয়ত তোমরা শিউরে উঠ্‌তে পার, আতঙ্কে তোমাদের কণ্ঠ হতে হয়ত আর্ত্তনাদ চেঁচিয়ে উঠবে। তাই বল্‌ছি,—শপথ কর। আমার জীবন মরণ তোমাদের হাতে। তোমরা ধীর, স্থির, মৌন গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে আমার কাজের কথা শোন,—একটা ক্ষীণ শব্দও কর্ত্তে পার্ব্বে না...এই বিদ্যা-পীঠের একটা জন প্রাণীও যেন আমার কথা জানতে না পারে ; কাজ কর না কর তোমাদের ইচ্ছা, কিন্তু আমার জীবন, মৃত্যু তোমাদের ইচ্ছাধীন কর না।

হরি। শুধু ঔৎসুক্য বাড়িয়ে তুলছ বন্ধু ! বল, তোমার কি কাজ আমরা শপথ কর্লেম।

মাধব। বন্ধু গুপ্ত ?

বন্ধু। ভাই।

মাধব। তোমাদের সঙ্গে এক চতুষ্পাঠীতে তরুণ জীবনের কত ভাব, কত কাব্য কত স্মৃতি জড়িয়ে রেখে ছিলেম,—এই নালন্দা বিহারে তোমরা বৌদ্ধ দর্শন শিখ্‌তে এলেও, জানি,—বৌদ্ধ ধর্ম্মের একান্ত অনুরাগী অন্ধভক্ত তোমরা নও। একবার ভাই, ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ কর ;—যখন সমস্ত বিশ্ব অজ্ঞতার অন্ধ তিমিরে

আচ্ছন্ন,—তখন এই ভারতের জ্ঞানদীপ্ত ব্রাহ্মণগণের কণ্ঠ হতেই ধ্বনিত হল ভগবানের প্রথম বন্দনা—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং তমসঃ পরস্তাৎ"...সে ধ্বনির সঙ্ঘাতে হিমাদ্রির হিম তুষার জলে উঠেছিল, পুণ্য সরস্বতী বক্ষে তরঙ্গের তুফান ছুটেছিল...

বন্ধু। কেন ভাই অতীতের একটা গৌরব অধ্যায় আমাদিগকে নূতন করে শোনাচ্ছ?

মাধব। এই জন্য যে...আজ সে ভক্তিপথভ্রষ্ট ভারত নিরাশ তত্ত্ব জ্ঞানের তুফান তাকে ভগবানের অস্তিত্বকে ডুবিয়ে দিচ্ছে, তোমরা আর্য্য সন্তান হয়ে ধর্ম্মের এ গ্লানি কেমন করে সয়ে আছ? মহারাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত সে সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম উদ্ধারের জন্য হস্ত প্রসারিত করেছেন।

হরি। কি ভাবে?

মাধব। তাঁর ইচ্ছা,—সমস্ত বৌদ্ধ-কীর্ত্তি ভারত হতে লুপ্ত করে দেওয়া। সংশয়বাদের জ্ঞানস্তূপ এই নালন্দা বিহার। তাঁর ইচ্ছা,—সর্ব্বাগ্রে এই বিরাট প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা। এই নাও...সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা; এস ভাই, তিনজনে মিলে এই বিহারে অগ্নি দিয়ে সংশয়বাদের বিপুল গ্রন্থরাজি ভস্ম করে দিই। নিশুতি রাত্রি। এই সুযোগ ভাই!

বন্ধু। এঁ্যা! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ। এত নীচ...এমন হীন নরাধম?

মাধব। সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা সম্মুখে।

বন্ধু। পদাঘাত করি তাতে।

মাধব। তবে যাও, পাষণ্ড, নাস্তিক! তোমার সাহায্য চাই না। কিন্তু সাবধান! সত্য ভঙ্গ কর না। চুপ্ করে থাক—যতক্ষণ আমাদের কাজ শেষ না হয়। হরি?...

বন্ধু। এখনিই বিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে দিচ্ছি। জগতের একটা মহা বিস্ময়, একটা মহিমাময় কীর্ত্তি লোপ হবে? কখনো না। বিশ্বের মঙ্গলের জন্য সত্যভঙ্গ পাপ, মাথা পেতে নিলেম।

মাধব। হরি, এস এ হীন সত্যভঙ্গকারী দুর্জ্জনকে এখনিই হত্যা কর। নাও, তুমি—সহস্র স্বর্ণমুদ্রা...এতে তোমার সংসারে চিরদিন সুখের হিল্লোল বইবে।

হরি। বন্ধুগুপ্ত?

বন্ধু। চল, বিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে দিই, এই দুর্জ্জনকে এখনিই ধরে ফেলুক।

[প্রস্থানোদ্যোগ]

মাধব। হরি! চুপ করে আছ? [বন্ধুগুপ্তকে বাধা দিয়া] কোথায় যাও? আমায় বিপদে সঁপে দিয়ে?

হরি! সহস্র স্বুবর্ণ মুদ্রা! এস হত্যা করি...এ দুরাচার, সত্যভঙ্গকারীকে—

বন্ধু। আমায় হত্যা করবে হরিগুপ্ত?

মাধব। বিচলিত হয়ো না হরি! এ সম্পুট মধ্যের সহস্র মুদ্রা একা তোমারই। নাও এ তীক্ষ্ণধার ছুরিকা [ছুরিকা প্রদান] এ বিশ্বাস ঘাতকের হৃদপিণ্ড এখনই ছিন্ন করে দাও।

হরি। [ছুরিকা তুলিয়া লইয়া] হে স্বুগত!...হে অমিতাভ! হে বুদ্ধ! ক্ষমা কর...ক্ষমা কর! সম্মুখে দুর্জ্জয় প্রলোভন, আমি দীন, দরিদ্র।

মাধব। এক নিমেষে নিজের দৈন্যতাকে দূর কর। দেরী কর না।

হরি। আমার হৃদয়কে বিশ্বাস নেই, এই ছুরিকে বিশ্বাস নেই,—তাই অবিশ্বাসীর মিলন হোক। [নিজের বক্ষে আঘাত]

বন্ধু। সখা...বন্ধু! এ কি কর্লে?

হরি। অবিশ্বাসী হৃদয় আমার হস্তকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল,—বন্ধুর রক্তের জন্য...তাই তাকে ছিন্ন করা ভিন্ন অন্য উপায় পেলেম না, বিদায় বন্ধু,...বিদায়। পরিনির্ব্বাণ ...পরিনির্ব্বাণ...তথাগত! পরিনির্ব্বাণ—[মৃত্যু]

বন্ধু। আশৈশবের সখা! যৌবনের সহচর! সতীর্থ সুহৃদ আমার! বন্ধুকে ফেলে একা যাবে কি নির্ব্বাণের সে মহাশূন্যে?...বন্ধুকে সঙ্গে নাও। [ছুরিখানা হরিগুপ্তের শিথিল হস্ত হইতে লইয়া নিজের বক্ষে আঘাত]

হে ভগবৎ বুদ্ধ অর্হত! পরিনির্ব্বাণ...পরিনির্ব্বাণ—[মৃত্যু]

মাধব। যাক! আচ্ছা বিপদ! নিজের হাতেই আগুনটা লাগিয়ে পালাই এখন।...উঃ! কি ভীষণ অন্ধকার! অন্ধকারের প্রেত আমি, আমার ভয় কি?

[বিহারে অগ্নি লাগাইয়া কিছু দূরে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ধীরে ধীরে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল]

মাধব। ঐ জ্বলে উঠল, ঐ রক্ত শিখা! ঐ যে স্ফুলিঙ্গের ফোয়ারা ছুটেছে আকাশ পানে। ও কি শব্দ! ভীষণ! ভীষণ! ভীষণ! [দ্রুত প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কবি বাণভট্টের কুঞ্জকুটীর। কাল—সন্ধ্যা।

ফুলে ফুলে ফুলময় বালকগণকে লইয়া কবি বাণভট্ট শারদোৎসবে মাতিয়াছেন। দূরে সকলের অলক্ষ্যে হর্ষবর্দ্ধন দাঁড়াইয়া আছেন।

বালকগণ গাহিতেছিল—

এস, এস শরৎ।
এস শ্যাম, এস সুন্দর।
এস শুভ্র মেঘের পাল তুলে
এস নীল গগন ছাপিয়া।
এস ফুলে পল্লবে ভূষিত স্নিগ্ধ শান্ত কান্ত হাসিতে
এস বিমল কিরণে বিমান প্লাবিয়া।
আজি শেফালি গন্ধে আকুল সমীর
বন ভরে গেছে বিকচ ফুলে।
আজি রূপসী সন্ধ্যা গীত মুখে
উঠিল উচ্ছাল কূলে কূলে,
এস এস মধুর মঙ্গল।

চির সুন্দর চির চঞ্চল।
এস শ্যামল কুঞ্জে
কেতকী পুঞ্জে
জোছনা মাখিয়া।

বাণ। দে তোরা এ শারদোৎসবকে গানে, হাসিতে আনন্দে পূর্ণ করে। ঐ দেখ,—দিগন্ত বিতত শারদ সন্ধ্যার স্বচ্ছ শ্যামিকাকে উদ্ভাসিত করে ধীরে ধীরে ঘুমন্ত জ্যোৎস্না জেগে উঠছে,...কুঞ্জে কুঞ্জে তার তরল লাবণ্য-লেখা ঝিক মিক কচ্চে—

হর্ষ। সুখী তুমি কবি! তোমার কুঞ্জে এলে মনে হয় না যে একটা বিরাট কর্ম্মজগৎ পশ্চাতে রয়েছে।—শুধু কাদম্বরীর পত্রলেখাকে কবিতা দিয়ে গড় নি,—তোমার কুঞ্জের শ্যাম বিতানে, ফুল পল্লবে কবিতা মাখিয়ে দিয়েছ।

বাণ। সম্রাট? কখন এলেন?

হর্ষ। ফিরে চল্‌লেন তবে! কবির কুঞ্জে এলাম সাম্রাজ্যের সব স্মৃতিকে লুপ্ত করে দণ্ডের জন্য একটু শান্তির শ্বাস ফেলতে...প্রতিমুহূর্ত্তে যদি সেটাকে স্মরণে এনে দাও, তোমার এখানে আসবার সার্থকতা? অতুল ভাব রাজ্যের রাজা তুমি, তোমার এ রাজ্যে অন্য কোনও রাজার প্রবেশ অধিকার নেই। এস কবি! আবার আমাদের কৈশোরের

কাব্য উপবনে,—যূথিকার হাসিতে নিজের হাসি মিশিয়ে, বকুলের সুরভী সুষমায় হৃদয় ঢেলে দিয়ে কল্পনার সুখ স্বপ্নে ভোর হয়ে থাকি গো।

বাণ। তোমার রক্ত-রাঙ্গা চরণ দুটি ধুয়ে এস তবে।

হর্ষ। সম্রাটের চরণ যে নিত্যি রক্তে রাঙ্গা হয়ে যায়।

বাণ। তবে সাম্রাজ্য ছেড়ে এস। এ বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের সবটুকু স্থান না হলে কি সম্রাটের থাক্‌বার জায়গা হয় না?—এই যে শুভ্র রজনীগন্ধাটি তার মধুর সৌরভে বাতাস আকুল করে আনন্দ আবেগে দুলছে কত টুকুন জায়গার তার প্রয়োজন হয়েছে?

হর্ষ। সাম্রাজ্যটাকে যদি কবিত্ব দিয়ে ঘিরে রাখতে পারতেন কবির স্বপ্ন সফল হত।

বাণ। শত শত সুন্দর সুস্থ প্রাণ বলি দিয়ে, শত শত সন্তপ্ত বেদনাতুর হৃদয়কে ব্যথিয়ে তুলে সাম্রাজ্যের স্বর্ণসিংহাসন কি নিতান্ত সুখ শীতল?

হর্ষ। সকলেই তা চায়! মানুষ মাত্রেই পরকে পীড়িত করে নিজের স্বার্থকে তুষ্ট করে।

বাণ। সকলে যদি তা চাইত শাক্য বংশের দুলাল, রাজার ছেলে সিদ্ধার্থ শত সুখদ প্রলোভন পরিত্যাগ করে কিশোরে সন্ন্যাস নিতেন না।

হর্ষ। সিদ্ধার্থ ?—তিনি সকলের মধ্যে নয় কবি !

বাণ। তা জানি। কিন্তু তুমি বন্ধু ! তাঁর প্রেম মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে তাঁর সে মহাবাণীর অমর্য্যাদা কর্লে ? ভগ্নী রাজ্যশ্রীর উদ্ধারের জন্য তুমি যে রক্ত স্রোত বহিয়েছ তার প্লাবন যে এখনো থামে নি।

হর্ষ। তা না হলে ভগ্নীর উদ্ধার হত না। সে বাল-বিধবার নির্য্যাতন আমায় হিংস্র করে তুলেছে।

বাণ। তাই দেখে আমি শিউরি উঠছি। যে দিন তুমি সে ধ্যান স্তিমিত আঁখি মহাপুরুষের শান্ত প্রতিমূর্ত্তির আরক্ত চরণ মূলে বসে তাঁর সার্ব্বজনীন প্রেম মন্ত্রে দীক্ষা নিলে, তোমার চোখের উপর কি জ্যোতির বিকাশ দেখেছিলেম। স্বর্গের আলো বলে ভক্তি প্রণত হৃদয়ে মস্তক নত করে-ছিলেম,—তোমার সখা বলে সে দিন জীবন সার্থক মনে হল। তারপর প্রতিবার তুমি যখন দিগ্বিজয় হতে ফিরে এস, আমি তোমার চোখে সে আলোর সন্ধান করি ;—কিন্তু হায় !

হর্ষ। কি বন্ধু ?

বাণ। তোমার চোখের পানে চাইতে আমার বুক কেঁপে ওঠে ;—কিসের জন্য এই রক্ত ধৌত সিংহাসন ? মানুষ হয়ে যদি মানুষকে হিংসা কর্লেম, মানব জীবন ধারণ করা

সার্থক হল কৈ? ফিরে এস বন্ধু আমাদের শৈশবের সে নির্ম্মল, স্বচ্ছ সরলতার মাঝে—

হর্ষ। বড় এগিয়ে গেছি।—পরিতাপ হচ্ছে। কি সুখের আশায় স্থানীশ্বরে এত বড় সাম্রাজ্যের পত্তন কর্লেম? তোমার এ কুঞ্জদ্বারে আজ অতীতের হারাণো স্মৃতিগুলি যেন কুড়িয়ে পেয়েছি,—দাও সখা, তোমার এ উৎসবের আনন্দের তলে সম্রাটের সব সত্বাকে ডুবিয়ে,—ক্ষণিকের জন্য একটু জুড়িয়ে নিই! গাও দেখি তরুণের দল! তোমাদের সবুজ প্রাণের সব সৌন্দর্য্যকে ঢেলে দিয়ে এই প্রসন্ন জ্যোৎস্না-লোকে একটা পুলক-স্পন্দন আকাশে বাতাসে জাগিয়ে তুলে।

বালকগণ গাহিল—

এ কি সুন্দর মধুর যামিনী।
জ্যোৎস্না চর্চ্চিত হসিত ধরণী।
এ কি উজ্জ্বল গগন
তারকা অগণন
সৌরভ স্নিগ্ধ শেফালি বন বিলাসিনী।

এ কি অনিল তরল
শ্যামল কুঞ্জে শ্যামা কলরব
ঝিল্লির ঝিঁ ঝিঁ সাথে
ভেসে আসে সুমন্দ সৌরভ
এ কি রূপ বৈভব,
এ কি উৎসব মণ্ডিতা মেদিনী।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদের বহিঃকক্ষ। কাল—প্রভাত।

ভণ্ডি ও স্কন্দগুপ্ত।

ভণ্ডি। তোমার মন ফিরেছে দেখে বড় সুখী হয়েছি স্কন্দগুপ্ত! তোমার মত বীর, হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাক্‌লে আমার বড় দুঃখ হত। জানি,—তুমি কার প্ররোচনায় এতে মেতেছিলে। তা যাক্‌। দেশে শান্তি ফিরে এসেছে।—

স্কন্দ। কিন্তু যে মহৎ ব্যক্তি এ ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিল, তার মন এখনো ফিরেনি।

ভণ্ডি। না ফিরুক। ভণ্ডি আর স্কন্দগুপ্ত যদি তরবার হাতে নিয়ে দাঁড়ায় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের সিংহাসন কেউ টলাতে পার্ব্বে না। ছয় লক্ষ দিনার ব্যয় করে পাঁচ হাজার হস্তী, পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী, লক্ষ পদাতী সৈন্য সংগ্রহ হয়েছে—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর এমন সৈন্য সমাবেশ ভারতে এই প্রথম। এ বিরাট সৈন্য দলের ভার তুমিই গ্রহণ কর।

[হর্ষবর্দ্ধনের প্রবেশ]

হর্ষ। সব বাহিনী ভেঙ্গে দাও। মানুষ দিয়ে মানুষ হত্যা কি অস্বাভাবিক ভণ্ডি!

ভণ্ডি। সাম্রাজ্য কি একটা ছেলে খেলা? সম্রাটের মনের এ কি বিকার?

হর্ষ। সাম্রাজ্যের লিপ্সায় এত দিন যে এত রক্তপাত

কর্লেম, এ যেন বিকারের ঘোরে করেছি ভণ্ডি !—জীবনের এক শুভ লগ্নে, একটা শুভ্র আলোক রেখা চোখের সুমুখে ফুটে উঠেছিল, সে আলোকে একটা নূতন পথ দেখ্লেম...সে প্রেম রাজ্যের পথ—

ভণ্ডি। সম্রাট কি স্বপ্ন দেখ্ছেন ? এত দিন পরে সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন,—মৌখরী ও শ্রীকণ্ঠকে এক করে এই কান্যকুব্জে বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল...সম্মুখে কঠোর কর্ত্তব্য, জীবনের সফলতার সন্ধিক্ষণে এ কি ভাবের খেয়াল ?—

হর্ষ। এ কান্যকুব্জের সম্রাজ্ঞী ত ভগ্নী রাজ্যশ্রী।

ভণ্ডি। সে দায়িত্ব সম্রাটের আরো কঠোর। কচি বাল-বিধবার রাজ্যভার মাথায় নিয়ে সরে দাঁড়ালে সাম্রাজ্য যে তাঁর ছারখার হয়ে যাবে।

হর্ষ। কিন্তু ভণ্ডি,আর হত্যা নয়,—ভালবাসা দিয়ে,প্রেম দিয়ে যদি সাম্রাজ্য রাখতে না পার তবে তাকে ধূলার মাঝে লুটাতে দাও।

ভণ্ডি। কি বল্ছেন সম্রাট! এই ভারতকে আপ-নার রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে হবে।—অসিতে অসিতে রুদ্রলীলা দেখিয়ে ভারতের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে ছুট্তে হবে।—কত ব্যথিতের বক্ষঃ দলিত করে, পীড়িতের

পাঁজরের অস্থি চূর্ণ করে আপনার বিজয় শকট চালিয়ে নিতে হবে। কোমলতার কুহকে পড়ে আলসে জীবন কাটানো সম্রাটের সাজে না।

[কুমারসেনের প্রবেশ]

কুমার। বার্ত্তাবহ দুঃসংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছে সম্রাট!

হর্ষ। কি দুঃসংবাদ?

কুমার। নরেন্দ্রগুপ্ত নালন্দা বিহার ভস্ম করে দেছে, মহাবোধিদ্রুম সমূলে উৎপাটিত করেছে, পাটলীপুত্রের কাছে যে সব বৌদ্ধ সঙ্ঘরাম ছিল, সব আজ তার অসির আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন। নরেন্দ্রগুপ্তের বিরুদ্ধে আমরা যে সৈন্য দল পাঠিয়েছিলাম তার মধ্যে মাত্র দশ জন এ পরাজয়ের সংবাদ দেওয়ার জন্য বেঁচে আছে।

ভণ্ডি। সম্রাট! আপনার কঠোর হস্তে তরবার তুলে নিউন।—ভগ্নী রাজ্যশ্রীর আবরণহীন প্রকোষ্ঠের পানে এক বার ফিরে চান,—সেই যে গভীর কালশির রেখা—নরেন্দ্র-গুপ্তের লৌহশৃঙ্খলের পীড়ন চিহ্ন! এখনো তা লুপ্ত হয় নি। সে নরপিশাচ নরেন্দ্র এখনো সদর্পে তার ভীম বর্শা বিঘূর্ণিত করে বৌদ্ধ জগতের উপর দিয়ে সংহার মূর্ত্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আপনি কাল্পনিক প্রেমরাজ্যের অলীক স্বপ্নে ভোর হয়ে আছেন।

হর্ষ। স্কন্দগুপ্ত! তোমার দুর্জ্জয় বাহু আমার দিগ্বিজয়ের প্রধান সহায়। যাও, সে বাহুতে অজেয় তরবার নিয়ে—নরেন্দ্রকে সর্ব্ব রকমে ধ্বংস কর্ব্বার দৃঢ় সঙ্কল্পে। আমার অগণিত সৈন্যদল, অফুরন্ত ধনভাণ্ডার তোমার আয়ত্তাধীন করে দিলেম।

স্কন্দ। যে আজ্ঞে। স্কন্দগুপ্ত কনৌজের বিজয় পতাকা নরেন্দ্রের প্রাসাদ-শীর্ষে না উড়িয়ে দেশে ফিরবে না।

[প্রস্থান]

ভণ্ডি। আপনার বিজয় তরবারের আঘাতে সৌরাষ্ট্রার উপকূল হতে হিমাদ্রি পর্য্যন্ত কম্পিত হয়ে উঠেছে সম্রাট! সে তরবার এমন করে একটা খেয়ালের বসে কোষবদ্ধ কর্ব্বেন না।—এখনো নর্ম্মদার পরপারে মহারাষ্ট্র সম্রাট পুলকেশী, মগধে নরেন্দ্র আপনার সাম্রাজ্যকে ব্যঙ্গ কচ্ছে, এখনো স্থানীশ্বরের উপকণ্ঠে ক্ষুদ্র বল্লভী মাথা চাড়া দিয়ে কথা কইছে।—

হর্ষ। ভণ্ডি! তুমি ধ্বংস রূপে পার্শ্বে এসে দাঁড়াও, আমি করাল কৃতান্তের মত নিষ্ঠুর হয়ে উঠি, তারপর দুটি ভাই মিলে বিশ্ব জুড়ে হাহাকার তুলি।

ভণ্ডি। যদি এ বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন হল তবে সেথা এক সম্রাট হোক, এক ধর্ম্ম হোক। কিন্তু আপনার সাম্রাজ্যে ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম আবার মাথা উঁচু করে উঠেছে, যে

পারসীক পুরোহিতগণকে আপনি সাদরে ডেকে এনেছিলেন তারা আপনার রাজ্যেই অগ্নি উপাসনা প্রচার করে বৌদ্ধ ধর্ম্মের লাঞ্ছনা কচ্ছে। ব্রাহ্মণদের অত্যাচার তবু সওয়া যায়, এ কিন্তু অসহ্য।

হর্ষ। মুষ্টিমেয় পারসীক!—তাদের এ দুঃসাহস?

ভণ্ডি। দেখুনগে সম্রাট! তাদের কুশিক্ষায় শত শত বৌদ্ধ, অগ্নি উপাসনার মর্ম্মর বেদী নির্ম্মাণ করে আবেস্তার মন্ত্র আওড়াচ্ছে।

হর্ষ। অপরিসীম ক্ষুধা নিয়ে হর্ষবর্দ্ধনের তরবার পিধান হতে বেরিয়ে এল,—দেখি, কত রক্ত তাকে পান করাতে পার ভাণ্ড,—

ভণ্ডি। সম্রাটের জয় হোক। [প্রস্থান]

——

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—নগর-পথ। কাল—মধ্যাহ্ন।

স্থানীশ্বরের সৈন্যদল পতাকা হস্তে গাইতে গাইতে কুচ্ করিয়া যাইতেছিল—

—হর্ষবর্দ্ধন—

বাজিছে বিষাণ ঘন ঘন ঘন,
অস্ত্রে লেগেছে ঝনননন
চল্ রক্তপাগল তরুণ দল!
মরণ আহবে চল্।

চোখে চোখে জ্বলে রুদ্র তপন,
সম্মুখে গরজে মৃত্যু ভীষণ,
ঊর্দ্ধে উড়ায়ে রক্ত কেতন
মরণ আহবে চল্।

অর্জ্জুন আসিয়া বজ্র কণ্ঠে বলিল—

অর্জ্জুন। দাঁড়াও।

[সকলে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল]

অর্জ্জুন। হর্ষবর্দ্ধনের এ স্বেচ্ছাচারী আদেশ সকলে মাথা পেতে নিলে?

জনৈক সৈন্য। সম্রাট দেশের কাজের জন্য আহ্বান করেছেন কি করে তা প্রত্যাখ্যান করি?

অর্জ্জুন। দেশের কাজ?...শত শত তরুণ প্রাণ বলি দেওয়া, ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল তোলা,—একি দেশের কাজ? হর্ষবর্দ্ধনের এ দিগ্বিজয় অভিযানে তোমরা যে যে সৈন্যদলে প্রবেশ করেছ, কয়জন যুদ্ধের অবসানে ঘরে ফিরে আসবে? —কয়জন ফিরে এসে মায়ের বুক জুড়াবে, ভগ্নীর অশ্রুজল

মুছাবে ? সম্রাট তাঁর সুখ প্রাসাদে হেম সিংহাসনে বসে নব নব বিলাস বাসনা তৃপ্তির উপায় অনুসন্ধান করবেন, আর নিরীহ দরিদ্র দেশের সন্তানগণ তাদের রক্তের বিনিময়ে সে উপকরণ সংগ্রহ কর্বে ! এখনো তোমাদের জ্ঞান হল না ? অন্ধ ! জাগ—জাগ !

সৈন্য। আমরা কি কর্ব ?

অর্জ্জুন। কি করবে তোমরা ? নিরীহ মেষ শাবক ! তোমাদের ধমনী দিয়ে উষ্ণ রক্তধারা বইছে না ? কি কর্বে তোমরা ?—তোমরা রাজার খেয়ালের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে। মরণ পথের যাত্রী...দেশের সুন্দর, সুঠাম যুবকেরা ! —তোমাদেরে যখন দেখি, অশ্রুতে আমার চোখ ভরে ওঠে। —কত মায়ের বক্ষঃ ব্যথিত করে, কত বিধুরার হৃদয় দলিত করে তোমরা ঘর হতে বেরিয়ে পড়ছে। অর্দ্ধ ভারত জুড়ে আজ হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য ; তবু দুরাকাঙ্ক্ষীর তৃপ্তি নেই।— ঐ নিষ্ঠুর স্বার্থপর সম্রাটকে সিংহাসন হতে দূর করে দাও।

[স্কন্দগুপ্তের প্রবেশ]

স্কন্দ। সম্রাটকে দূর করে দিয়ে সিংহাসনে তুমি বসতে চাও অর্জ্জুন ? বিশ্বাস ঘাতক !—

অর্জ্জুন। আমি বিশ্বাস ঘাতক না তুমি ?—হর্ষবর্দ্ধনকে

সিংহাসন হতে তাড়াবার জন্য কার অসি প্রথম কোষমুক্ত হয়েছিল ?

স্কন্দ। তুমি আমায় বিদ্রোহের বিষ পান করিয়েছিলে, সে বিষের মত্ততায় আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম।—সে অবিমৃষ্য-কারিতার প্রায়শ্চিত্ত করেছি; তুমিও কর।

অর্জ্জুন। এত কাপুরুষ অর্জ্জুন নয় যে হর্ষবর্দ্ধনের দিগ্বি-জয় দেখে ভুলে যাবে।

স্কন্দ। অর্জ্জুনের পৌরুষত্ব বুঝি আড়ালে থেকে আঘাত করা ?

অর্জ্জুন। তোমার সঙ্গে কথা কইতে আমার ঘৃণা হয়, তুমি যত পার হর্ষবর্দ্ধনের হত্যা কাণ্ডের সহায় হওগে, আমি সে জল্লাদকে সিংহাসন হতে তাড়াব।

স্কন্দ। বিদ্রোহীকে স্কন্দগুপ্ত আজ ক্ষমা কর্ত্তে পারে না। বন্দী কর একে সৈন্যগণ !

[সৈন্যগণ আসিয়া অর্জ্জুনকে বন্দী করিল]

অর্জ্জুন। বন্দী কর্লে আমায় ? অকৃতজ্ঞ পশুর দল ! কাদের জন্য হৃদয় আমার পীড়িত হচ্ছে ? কাঁদের কল্যাণ কল্পে রাত্রি দিন ঘুরে মচ্ছি।

স্কন্দ। স্তব্ধ হও। নিয়ে যাও কারাগারে।

[অর্জ্জুনকে লইয়া সৈন্যগণের প্রস্থান]

[ভাস্করবর্ম্মার প্রবেশ]

ভাস্কর। আপনি কি স্থানীশ্বরের সামন্ত স্কন্ধ গুপ্ত ?

স্কন্ধ। আজ্ঞে।

ভাস্কর। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের জয় হোক। সম্রাটের কাছে কামরূপ রাজের বার্ত্তা নিয়ে এসেছি ;

স্কন্ধ। কে আপনি ?

ভাস্কর। এ দীন কামরূপ রাজার সেনাপতি।

স্কন্ধ। আপনি কি বার্ত্তা নিয়ে এসেছেন ?

ভাস্কর। কামরূপ রাজ সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে সম্রাটকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

স্কন্ধ। সম্রাট ত কামরূপ রাজার বিরুদ্ধে এখনো কোনো অভিযান পাঠাননি।

ভাস্কর। বিনাযুদ্ধে তিনি সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেছেন।—হিমাদ্রি হতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত যাঁর বিজয় পতাকা উড়্ছে, কামরূপ রাজ কোন সাহসে সে পতাকার অবমাননা করেন ?

স্কন্ধ। কামরূপ রাজের সৌজন্যে সম্রাট সুখী হবেন। তাঁকে বোধ হয় এর জন্য পুরস্কৃত করবেন।

ভাস্কর। তিনি অন্য পুরস্কার যাচ্ঞা করেন না।— মগধেশ্বর শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত কামরূপ রাজের চির শত্রু।

সম্রাটের সিংহাসনকেও সে অবজ্ঞা কম করে না। সম্রাট মগধে যে মুষ্টিমেয় সৈন্য দল পাঠিয়েছিলেন তা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে নরেন্দ্র গুপ্তের অহমিকা অত্যন্ত বেড়ে গেছে। সম্প্রতি কামরূপ রাজও এ নগন্য সেনাপতির নেতৃত্বে নরেন্দ্র গুপ্তের বিরুদ্ধে ছোট্ট একটা সেনাদল পাঠিয়েছেন।

স্কন্ধ। ভাল।

ভাস্কর। কিন্তু নরেন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবল প্রবল। কামরূপের একটা দুর্ব্বল চমূ দিয়ে মগধ জয় অসম্ভব; তাই কামরূপ সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা কচ্ছেন।

স্কন্ধ। সম্রাটের বিরাট অভিযান বিশ্বজয়ের জন্য বেরিয়েছে, তারা মগধ ধ্বংস করে অগ্রসর হবে। আপনিও সে অভিযানে যোগ দিউন, উভয়ের মিলিত শক্তির সংঘাতে মগধ এক নিমেষে ধ্বংস হবে। আসুন আপনাকে সম্রাট সকাশে নিয়ে যাই।

ভাস্কর। স্থানীশ্বর সামন্ত মহানুভব।

[উভয়ের প্রস্থান]

—*—

চতুর্থ দৃশ্য

নরেন্দ্রগুপ্ত ও অনন্ত বর্ম্মা

স্থান—কর্ণসুবর্ণের দুর্গ-মঞ্চ। কাল – অপরাহ্ন।

নরেন্দ্র। চেয়ে দেখ অনন্ত!—অস্তগামী সূর্য্যের উপর এক খণ্ড গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ!...আমার অদৃষ্টের প্রতিচ্ছবি!

অনন্ত। এই মেঘ কেটে যাবে মহারাজ!

নরেন্দ্র। অতুল বৈভব গর্ব্বিত মগধকে শ্মশান করে,... আমার অতীত জীবনের আনন্দ-নিকেতনের কক্ষে কক্ষে আগুন লাগিয়ে যে দিন এ কর্ণসুবর্ণে এলেম...বাংলার সবুজ সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সমারোহ আমার চোখের উপর—বিস্ময় রচনা কর্ল,...মুগ্ধ হয়ে গেলাম।—বিহারের আরক্ত বালুকা বিথার, তার কঠোর কঙ্করাকীর্ণ ধূ ধূ প্রান্তর প্রাণটিকে শুধু কঠিন করে তুল্‌ছিল, বাংলার শ্যামলতার মধ্যে প্রথম ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল প্রাণের কোমল তন্ত্রীর মুগ্ধ মধুর ভাবের পেলব সুর তরঙ্গ গুলি।...তারপর দেখ্‌লাম...বাঙলার তরুণপ্রাণ বাঙালীকে...চোখে প্রতিভার দীপ্তি, সুঠাম শরীর, সুকুমার মুখশ্রী, পেশল বাহুযুগল;—উত্তপ্ত উষর মরুভূমি হতে যেন একটা স্নিগ্ধ সুশীতল শ্যামল মরূদ্যানে এসে পড়লেম। আশায়, আনন্দে বুক ভরে গেল। ভাব্‌লেম,—যদি এই জাতিটাকে গড়ে তুলতে পারি,—বঙ্গোপসাগরের এই সমতটে

একটা সজীব বিস্ময় জাগিয়ে দেব। কিন্তু হায়! অনন্ত! আমি মরীচিকার মোহে পড়েছিলাম,...শুধু রাত্রি দিন "আশার স্বপন করেছি বপন বাতাসে"।—

অনন্ত। কেন মহারাজ? আপনার গড়া এ গৌড়ীয় সৈন্য, জগৎ জয়ে সমর্থ আজ।

নরেন্দ্র। সত্য অনন্ত! এত দিন যে দুর্দ্ধর্ষ হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে সমান বিক্রমে যুঝে এলাম, এ শুদ্ধ তাদের বাহু বলে। সে দিন তুমি ছিলেনা,— রাত্রি ঘোর অন্ধকার...বাতাস বইছে না...স্তম্ভিত বনে বনে পল্লব মর্ম্মর...শ্বাস রুদ্ধ রজনীর অবসাদে নিশাচর পাখী গুলিও ঝিমিয়ে পড়েছে! বিন্ধ্যগিরির পাদমূলে, হর্ষবর্দ্ধনের অসংখ্য শিবিরে গভীর সুপ্তি...অসতর্ক প্রহরিগণের চোখে চোখে তন্দ্রার আবেশ। এই গভীর গম্ভীর স্তব্ধতা ভঙ্গ করে হঠাৎ সহস্র কণ্ঠে গর্জ্জে উঠল—"হর, হর, বম্ বম্। যাদের কণ্ঠের এ ভৈরব বজ্র নির্ঘোষ,—তারা আমার গৌড়ীয় সৈন্য...এক হস্তে ভীম তরবার ...এক হস্তে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে মৃত্যুর ছিনিমিনি খেলতে লাগল।—নির্ব্বাক বিস্ময়ে চেয়ে রইলেম।—শিবিরে, শিবিরে অগ্নি বৃষ্টি আরম্ভ হল, নীল আকাশে যে তারাগুলি জ্বল্‌ছিল তারাও যেন আগুন ছিট্‌কে ফেল্‌তে লাগল। এই অগ্নি প্রলয়ের মাঝে হর্ষবর্দ্ধনের স্কন্ধাবার পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

অনন্ত। বাংলার গৌরব তারা।

নরেন্দ্র। মন উৎসাহে, আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত হল। এই সুন্দর দেশে, এই সুন্দর শৌর্য্যশালী শূরগণকে নিয়ে সাম্রাজ্য গঠনের নেশায় মেতে গেলাম।—কে জানত?—সর্ব্বনেশে এ আমার নেশা!

অনন্ত। কেন এ হতাশা মহারাজ?

হর্ষ। তুমি এখনো তাদের আশা রাখ অনন্ত?—তাদের মুখের ভঙ্গী, তাদের চোখের দৃষ্টির পানে চেয়েও তুমি বিশ্বাস হারাওনি? কিন্তু নরেন্দ্র গুপ্তের চোখ এড়াতে পারেনি তারা—তুচ্ছ স্বার্থের যূপকাষ্ঠে নিজেকে বলি দেছে এই দুর্ভাগার দল! তাদের দৃষ্টি এখন দেশের দিকে ফেরে না... স্থির হয়ে আছে হর্ষবর্দ্ধনের মুঠো ভরা কাঞ্চন মুদ্রার দিকে।

[মাধবের প্রবেশ]

মাধব। মহারাজ! হর্ষবর্দ্ধনের স্কন্ধাবারে কামরূপ সৈন্যেরা এসে যোগ দিয়েছে।

নরেন্দ্র। জানি মাধব!—ঐ হীন কাপুরুষ আমার উপর প্রতিহিংসা নেবার জন্য দন্তে তৃণ নিয়ে হর্ষবর্দ্ধনের চরণে শরণ নিয়েছে। অনন্ত! আজই আমি সৈন্য সংগ্রহের জন্য প্রতিষ্ঠানে চল্লেম; দেখি,—হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে এক বার শেষ

বোঝা পড়া করে। আমি ফিরে আসা অবধি দুর্গ রক্ষা কর। সাবধান! খুব সাবধান নিও—বিদ্রোহী সৈন্যগণের উপর। [কিছুক্ষণ তন্ময় ভাবে চাহিয়া থাকিয়া] আমার প্রিয় বঙ্গ ভূমি! তোমায় ফিরে এসে যেন প্রণাম কর্ত্তে পারি মা! [প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—কর্ণ সুবর্ণ দুর্গের পশ্চাৎভাগ। কাল—গভীর রাত্রি।

স্কন্ধ গুপ্ত, ভাস্করবর্ম্মা ও সৈন্যগণ।

ভাস্কর। রাত্রি গভীর, দুর্গবাসিগণ নির্ভাবনায় ঘুমিয়ে পড়েছে...এই সুযোগ। এ সুযোগ হারাণো হবে না।

স্কন্ধ। হাঁ, এই সুযোগ। যাও সৈন্যগণ, এই কৃষ্ণা যামিনীর অন্ধকারে নিজ নিজ অঙ্গ আবরিয়ে অতি সাবধানে অগ্রসর হও। শব্দ কর না, জয় ধ্বনি তোল না। এ উদ্যম যেন ব্যর্থ না হয়। তোমরা এতদিন হিম রৌদ্রে অসহ্য কষ্ট সহ্য করে স্থানীশ্বরের সম্মান রক্ষা করেছ; আজ শেষ... সাবধান! পাটলীপুত্রকে পরিত্যাগ করে নরেন্দ্র এ কর্ণ-সুবর্ণ দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে, এ তার শেষ আশ্রয়। নরেন্দ্রের সৈন্যবল ক্ষয় হয়ে এসেছে, সে আবার প্রতিষ্ঠানে সৈন্যসংগ্রহ কর্ত্তে গেছে; তারা ফিরে আসার পূর্ব্বেই দুর্গ দখল কর্ত্তে

হবে। সাবধান! অগ্রসর হও। সাবধানে প্রাচীর অতিক্রম কর।

[সৈন্যগণ প্রাচীরের উপর উঠিতে লাগিল]

ভাস্কর। সাবধান! জন প্রাণীর সাড়া নেই। গভীর সুপ্তি! অপূর্ব্ব সুযোগ! সৈন্যগণ! কামরূপ রাজার সম্মান তোমাদের বাহুর শক্তিতে, তোমাদের অসির খর ধারে। তোমরা যখন যুদ্ধ জয় করে ঘরে ফিরবে, কামরূপের জনমণ্ডলী জয়ধ্বনি করে তোমাদের সম্বর্দ্ধনা কর্ব্বে, সুদর্শণা রমণিগণ রাজপথের মুক্ত হর্ম্ম্য বাতায়ণ হতে তোমাদের মস্তকের উপর পুষ্প বর্ষণ কর্ব্বে। অগ্রসর হও।

[সহসা দুর্গমধ্যে অসংখ্য উল্কা জ্বলিয়া উঠিল ও বিকট রবে ঘণ্টা ধ্বনি হইতে লাগিল]

স্কন্দ। এঁ্যা! কে দুর্গবাসিগণকে সংবাদ দিয়ে জাগিয়ে তুল্লে? কে এ বিশ্বাসঘাতক?...সৈন্যগণ! আজ জীবন মরণ সমস্যা! ঐ যে গড়ুরধ্বজ দুর্গ শীর্ষে সগর্ব্বে আন্দোলিত হচ্ছে...ঐ পতাকা যদি আজ ভূমি তলে লুটিয়ে দিতে না পার...স্থানীশ্বর, কামরূপের মিলিত শক্তির সমস্ত সম্মান ধূলায় লুটাবে।

[কুমার সেনের প্রবেশ]

কুমার। সর্ব্বনাশ সামন্ত! শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত প্রতিষ্ঠান

হতে ফিরে এসেছেন। তাঁর একটা চাহনীতে তাঁর বিদ্রোহী সৈন্যগণ অসিমুক্ত করে দুর্গ রক্ষার জন্য ছুটেছে।

স্কন্ধ। যাও কুমার সেন! আরো লক্ষ লক্ষ স্বর্ণ দিনার বিলিয়ে দিয়ে তাদের আবার বিদ্রোহী কর্ব্বার চেষ্টা কর।

কুমার। সে জন্য প্রতি সেনাদলে লোক রেখেছি, কিন্তু সামন্ত! যারা উৎকোচ গ্রহণ করে তারা হীন, বিশ্বাস-ঘাতক।—কি বিশ্বাসে তাদের উপর নির্ভর কর্ব্বেন?

স্কন্ধ। তবে দ্রুতগামী অশ্ব নিয়ে আমাদের শিবিরে ছুটে যাও...সম্রাটকে বল...আরো বিশ সহস্র সৈন্য চাই। যাও...এক মুহূর্ত্ত দেরী কর না। [কুমার সেনের প্রস্থান]

ভাস্কর। দুর্গ হতে আক্রমণ হচ্ছে। কি করবেন সামন্ত?

স্কন্ধ। এস, ঐ প্রাচীরের আড়ালে আশ্রয় নিই।

[সকলের প্রস্থান]

—*—

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—দুর্গাভ্যন্তরের কক্ষ। কাল—সন্ধ্যা

নরেন্দ্রগুপ্ত ও অনন্তবর্ম্মা

অনন্ত। যদি একবার সম্মুখে এসে দাঁড়ান তাদের, আমার বিশ্বাস,—আবার বিদ্রোহী সৈন্যগণ ফিরে দাঁড়াবে।

নরেন্দ্র। পারলেম না অনন্ত! হায় মা বঙ্গভূমি! তোর

স্নিগ্ধ, সান্দ্র, শান্ত গগনের তলে ঐ যে আরক্ত সবিতা অস্ত যাচ্ছে...ঐ সঙ্গে সঙ্গে তোর গৌরব-ভাস্করও অস্ত যাবে।

অনন্ত। কেন যাবে মহারাজ? শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত এখনো বেঁচে আছে।

নরেন্দ্র। নরেন্দ্র আজ নিতান্ত একা।—বসুমিত্র নেই, মধুগুপ্ত নেই...সৈন্যগণ বিদ্রোহী—

অনন্ত। এখনো অনন্তবর্ম্মা আছে মহারাজ!

নরেন্দ্র। ঐ অগণিত সৈন্যদলের বিরুদ্ধে একা অনন্ত কি করবে?

অনন্ত। সে এর জন্য প্রাণ দেবে।

নরেন্দ্র। সে ত দেবেই; কিন্তু এ দেশ রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বে না। অনন্ত! মগধ ছেড়ে যখন বাংলায় এলাম, এই বাংলায় একটা জাতি গড়ে তুলবার জন্য আমি কি না কর্লেম?—সেই যে বর্ম্ম পরেছি—আজ বিংশ বর্ষ অতীত হল এখনো তা খুলিনি! কতবার শত্রু রক্তে এটি রাঙিয়ে তুলেছি, কতবার নিজের রক্তে এটিকে সিক্ত করেছি।—কিন্তু আজ একি পরিণাম তার? কিসের জন্য এত রক্তপাত কর্লেম?—স্বাধীনতার মহাযজ্ঞে এ জাতিকে বরণ কর্ত্তে পার্লেম কৈ? আশৈশব ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত হয়েও আমি

দেশের জন্য সন্ন্যাস নিয়েছিলাম, আমার সে ব্রত উদ্‌যাপন হল কৈ ?

[মাধবের প্রবেশ]

মাধব। সর্ব্বনাশ মহারাজ ! দুর্গ রক্ষা বুঝি হল না। হর্ষবর্দ্ধনের আরো বিশ সহস্র সৈন্য এসে পৌছেছে,—আমাদের সৈন্যগণের মধ্যে অনেকে অর্থের লোভে আমাদের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে।

নরেন্দ্র। এমন যে হবে তা জানি। কি কর্ব্ব ?—ধন, ধান্যে পূর্ণ এ সুশ্যামল বাংলায় কিসের অভাব ? তবু কেন এদের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি নেই ? হর্ষবর্দ্ধনের কি ক্ষমতা ? কত অর্থ দিয়েছে সে ? আমি যে দেশ দিতে চেয়েছিলেম। তুচ্ছ অর্থের জন্য নিজের দেশকে পরপদানত করে দেয় এমন দুর্ভাগা এরা।—সম্মুখে তমিস্রা রজনী...এ কালরাত্রির অবসানে নবীন সবিতা আর স্বাধীন বাংলায় উদিত হবে না।—আমিও অভিশাপ দিচ্ছি অনন্ত !—স্বাধীনতার সূর্য্য যেন বাংলায় কখনো উদিত না হয়।

অনন্ত। অভিশাপ দেবেন না মহারাজ ! আপনার ব্যথিত হৃদয়ের অভিশাপ যে ব্যর্থ হবার নয়। একদিন যাকে ভাল বেসেছেন চিরদিনের জন্য তাকে অভিশপ্ত কর্ব্বেন না।

নরেন্দ্র। এ পুষ্পিত লাবণ্য বঙ্গভূমির অপর্য্যাপ্ত শোভার

আড়ালে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি অনন্ত!—স্বার্থের একটা বিকট প্রেতভূমি!...হেথা দেশ নেই, স্নেহ নেই, ভালবাসা নেই—শুধু স্বার্থে স্বার্থে লেগেছে সংঘাত। কিন্তু জান?—এ স্বার্থ লিপ্সা কতটুকুর জন্য?—এক মুষ্টি স্বর্ণ দিনার, একটা তুচ্ছ, তথাকথিত সম্মানপদ। এর জন্য নিজের দেশের সর্ব্বনাশ কর্ত্তে পারে এরা! বড় অন্ধকার অনন্ত!—বড় অন্ধকার! আমার সর্ব্বাঙ্গ ব্যেপে একটা হাহাকার শ্বসিয়ে উঠছে! কিসের জন্য নিজের জীবনটাকে এমন বিফলতার মধ্যে নিয়ে এলেম?

অনন্ত। হতাশ হবেন না মহারাজ!—এতটা প্রতিভা, এতখানি শিক্ষা সব কি ব্যর্থ হতে পারে?

নরেন্দ্র। যদি কোন সাম্যমন্ত্রের সাধক এসে তাঁর মন্ত্র-সিদ্ধ যাদু-যষ্টি বুলিয়ে বাঙ্গলার উচ্চ-নীচ ভেদজ্ঞান, হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতার অবসান কর্ত্তে পারেন, তবে যদি কোন দিন এ জাত উঠতে পারে।—আমি অভিশাপ প্রত্যাহার কর্লে‍ম অনন্ত!—আশীর্ব্বাদ করি, এ জাত বেঁচে উঠুক, নরেন্দ্র যে এদের জন্য এত রক্তপাত কর্লে,—এর জন্য দূর ভবিষ্যৎ স্মৃতির তীর্থোদকে তার তর্পণ করুক।

[নেপথ্যে—ভীষণ কোলাহল, অদূরে দুর্গপ্রাকার ভাঙ্গিয়া পড়িল]

নরেন্দ্র। অনন্ত!—অনন্ত!—

[সকলে কক্ষ হইতে বাহিরে আসিল]

অনন্ত। বুঝি রক্ষা কর্ত্তে পার্লে‍ম না। মহারাজ! আসুন পালিয়ে যাই। নৈলে আপনাকে রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্ব না।

নরেন্দ্র। পালাব? পালাব কোথায়? না, অনন্ত! পালানো হবে না।—আজ জীবন পণ,...আজ মরব। আক্রমণ কর—আক্রমণ কর— [তূর্য্যধ্বনি]

[সৈন্যগণের প্রবেশ]

নরেন্দ্র। আক্রমণ কর—ঝড়ের বেগে, মৃত্যুর আঘাত নিয়ে আপতিত হও ঐ আততায়িগণের উপর। সৈন্যগণ! তোমাদের দেশের সম্মান, তোমাদের জাতির গৌরব, তোমাদের স্বাধীনতা, তোমাদের হাতে। ঐ দেখ,—দুর্গ শীর্ষে তোমাদের স্বাধীনতার বিজয়কেতন উড়্‌ছে—কি স্পর্দ্ধিত গৌরবে! প্রভাতের সূর্য্যকিরণ যেন স্বাধীনতার ঐ প্রতীককে অভি-বাদন কর্ত্তে পারে। বল—হর—হর—বম্—বম্—

সৈন্যগণ। হর, হর—বম্—বম্

[ভগ্ন প্রাচীরের পথে আক্রমণকারী সৈন্যগণ প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, নরেন্দ্রগুপ্তের সৈন্যগণ তাহাদিগকে বাধা দিতেছিল, হঠাৎ একটা বিক্ষিপ্ত তীর আসিয়া নরেন্দ্রের বক্ষঃ ভেদ করিল]

নরেন্দ্র। ওঃ! মা! মা! বিদায়—[পতন]

অনন্ত। সর্ব্বনাশ! মাধব! মহারাজকে রক্ষা কর—রক্ষা কর।

[নরেন্দ্রগুপ্তকে মাধব ও কয়েকজন সৈন্য বহন করিয়া লইয়া গেল]

অনন্ত। সৈন্যগণ! বিচলিত হয়ো না। দুর্গ রক্ষা করা চাইই—জয় মা ভবানী—

[উভয় পক্ষের যুদ্ধ চলিতে লাগিল]

—*—

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—হর্ষবর্দ্ধনের শিবির। কাল—প্রভাত।

বিজয়ী সৈন্যগণ যেখানে সেখানে বসিয়া আনন্দ করিতেছিল—কেউ গান ধরিয়াছে, কেউ বাঁশী বাজাইতেছে, কেউ ঢোল করতাল লইয়া নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছে। যখন সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন আসিয়া তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তারা সঙ্কোচে, শঙ্কায় স্থির হইয়া রহিল—হর্ষবর্দ্ধনের পশ্চাতে আসিল—চন্দন বাটি লইয়া ভৃত্য।

হর্ষ। আনন্দ কর, আনন্দ কর। এস, তোমাদের ললাটে এই রক্ত-চন্দনে বিজয়-টীকা পরিয়ে দিই।

[স্কন্ধগুপ্ত ও ভাস্কর বর্ম্মার প্রবেশ]

স্কন্ধ। সর্ব্বাগ্রে বিজয় তিলক কামরূপের গৌরব...এই তেজস্বী শূর ভাস্কর বর্ম্মার ললাটে অঙ্কিত করুন! একমাত্র এঁর শৌর্য্যেই কর্ণসুবর্ণ জয় সম্ভব হয়েছে সম্রাট!

হর্ষ। এস বীর! সম্রাটের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর!

[ভাস্করবর্ম্মা নত মস্তকে হর্ষবর্দ্ধনের হস্তের বিজয় টীকা গ্রহণ করিল, তারপর সম্রাট অন্য সকলের ললাটে তিলক পরিয়ে দিলেন।]

সৈন্যগণ। জয় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের জয়।

হর্ষ। যাও বীরগণ! এ বিজয় টীকা ললাটে পরে তোমাদের অসমাপ্ত জয়যাত্রাকে সম্পূর্ণ করগে। নর্ম্মদার পরপারে—সম্রাট পুলকেশীর প্রাসাদ শীর্ষে মহারাষ্ট্রের বিজয় বৈজয়ন্তী এখনো উড়্ছে—তোমাদের অসির আঘাতে তাকে অবনমিত করে স্থানীশ্বরের জয় পতাকা সেখানে তোমাদের ওড়াতে হবে। যাও, অগ্রসর হও।

সৈন্যগণ। জয়, সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের জয়।—

———

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—তাম্রলিপ্তির সমুদ্রবেলা। কাল—সন্ধ্যা।

[আহত নরেন্দ্রগুপ্ত বলিয়াড়ির উপর পড়িয়া আছেন, পার্শ্বে মাধব বসিয়া একটা পল্লব দিয়া ব্যজন করিতেছিল]

নরেন্দ্র তোমাদের অশেষ কষ্ট দিয়ে মুমূর্ষু আমি কেন যে এই দূর দেশে এলেম জান ?—এ স্থান আমার অতীত জীবনের একটা স্মৃতি-তীর্থ। মাধব !—

মাধব। মহারাজ !

নরেন্দ্র। যুদ্ধের সংবাদ ?

মাধব। অনন্ত বর্ম্মা অপূর্ব্ব শৌর্য্য দেখিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন, কর্ণস্থবর্ণ দুর্গেরও পতন হয়েছে।

নরেন্দ্র। উঃ ! ধীরে...ধীরে...সাগর ! ধীরে, ধীরে প্রবাহিত হও, সমীরণ, তোমার ঐ ভৈরব গর্জ্জন থামিয়ে দাও,—মৃত্যুর আহ্বান কাণ পেতে শুনি।

মাধব। মহারাজ !

নরেন্দ্র। ওঃ—হোঃ—

মাধব। উঠুন মহারাজ !

নরেন্দ্র। কাকে ডাকছ ?

মাধব। আপনাকে।

নরেন্দ্র। ব্যঙ্গ কচ্ছ ?

মাধব। আপনাকে ব্যঙ্গ করব ? হা ভগবান !

নরেন্দ্র। তবে কেন...যে আজ একটা ক্ষুদ্র জনপদেরও অধিকারী নয়,—এ বিজন সমুদ্র সৈকতে যে আজ মরতে এসেছে তাকে মহারাজ বলে সম্বোধন কচ্ছ ?

মাধব। রাত্রি আসন্ন, চলুন গৃহে ফিরে যাই।

নরেন্দ্র। উন্মাদ ! গৃহ কোথায় ?—গৃহ যদি আমায় আশ্রয় দেবে, তবে এই মর্ম্মান্তিক বেদনা, এই ক্ষরিত শোণিত ধারার যন্ত্রণা নিয়ে এই সাগর বেলায় মর্ত্তে এলেম কেন ?

মাধব। আমাদের সে কুটীরে ফিরে চলুন মহারাজ !

নরেন্দ্র। ক্ষুদ্র কুটীর প্রাঙ্গনে মহারাজের মরবার স্থান হয় না। তাই উন্মুক্ত আকাশ তলে, উদার সমুদ্র তীরে মরতে এসেছি। তুমি ফিরে যাও মাধব, সকলে আমায় ত্যাগ করেছে...ভাগ্য, শ্রী, পৌরজন...সকলে ত্যাগ করেছে,—তুমিও যাও, আমি একাই থাকব ; আমার এ তৃষিত কণ্ঠ, এ ভগ্ন, ব্যথিত প্রাণের উদগ্র পিপাসা লবণাম্বু সিন্ধুর তিক্ত বারিতে মিটাব।

মাধব। সাগরের হিম হাওয়ায় আপনার যন্ত্রণা বেড়ে যাবে। উপাধান নেই, শয্যা নেই, সিক্ত বালিয়াড়িতে এমন ভাবে পড়ে থাকবেন না।

নরেন্দ্র। মাধব !

মাধব। মহারাজ!

নরেন্দ্র। বড় তৃষ্ণা।

মাধব। চলুন ফিরি। এ সাগর বেলায় কোথাও পানীয় নেই।

নরেন্দ্র। দাঁড়াও, আকাশ পানে চেয়ে দেখত?—দেখ্‌ছ?

মাধব। দেখ্‌ছি।

নরেন্দ্র। কি দেখছ?

মাধব। সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে।

নরেন্দ্র। কোথায় সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে?—আকাশে আগুন লেগেছে,—সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র,—দেখ, দেখ, জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ঐ দেখ,—মাথার উপর দিয়ে জ্বলন্ত উল্কা পিণ্ড সব ছুটে আসছে। ওঃ...ধর্ম্মের একটা মিথ্যা ভাণ করে কত পাপ করেছি; প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তে হবে না? মাধব!

মাধব। মহারাজ!

নরেন্দ্র। যখন আমি কঠোর মুষল হস্তে কপাট ভেঙ্গে বুদ্ধ গয়ার মন্দিরে প্রবেশ করি...যখন সে মহান বিরাট পুরুষ-মূর্ত্তির সম্মুখে এসে দাঁড়ালে—ভয়ে, বিস্ময়ে, সম্ভ্রমে আমার সমস্ত পৌরুষ শক্তি স্তম্ভিত হয়ে গেল।—শিথিল মুষ্টি হতে মুষল মাটিতে পড়ে গেল, জানু দুটি নত হল,—আমি অজ্ঞাত-

সারে সে প্রসন্ন জ্যোতির্ম্ময়, ধ্যানস্থ মহিমাময় মূর্ত্তির পূজা কর্লেম, যখন জ্ঞান হল, পালিয়ে এলাম। তারপর অনন্তকে দিয়ে সে মূর্ত্তি চূর্ণ করি। এ পাপ কি প্রায়শ্চিত্তে শেষ হবে?... কখনো না। হতে পারে না—চির জীবনের সঞ্চিত পাপ শুধু একটা প্রায়শ্চিত্তে শেষ হতে পারে না।...জন্ম জন্ম ভুগতে হবে। উঃ কি তীব্র পিপাসা!—

মাধব। আমি জলের সন্ধান করে আসি। [প্রস্থান]

নরেন্দ্র। আর জল! বিশাল বারিধির উপকূলে পড়ে তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ কচ্ছি। কেন এ সংসারে এসেছিলাম?... হা অদৃষ্ট! অভিশপ্ত ধূমকেতুর জ্বালাময় পুচ্ছের মত একটা অমঙ্গলের দাগ সারা রাজ্যের উপর দিয়ে দাগিয়ে গেলাম। ব্যর্থ...ব্যর্থ...এ জীবন। ওঃ! আর পারি না।—কথা আট্‌কে যাচ্ছে। বড় তৃষ্ণা...ধূ ধূ ঐ সাগর! ঐ গাঢ় কৃষ্ণ যবনিকার আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। বিদায়—বিদায়—জন্মভূমি...জননী...বিদায়...বিদায়... [মৃত্যু]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—মধ্যাহ্ন

সম্রাট, পুলকেশী ও অজিন।

অজিন। মহারাজ! কবিতাটা হল না কেন জানেন?

পুলকেশী। কেন হে?

অজিন। বলব কি সম্রাট! আপনার দূত হয়ে পারস্যে তখন আমি।—একটি পূর্ণিমা সন্ধ্যায় দ্রাক্ষা কুঞ্জ মধ্যে বসে ছিন্ন কুয়াসার ফাঁক দিয়ে চকিত চন্দ্রমার প্রথম চাহনীটি দেখছি, আর মনে মনে ভাবছি,—কবিতার ছন্দ কি চাঁদের সঙ্গে যে সুরভী হাওয়াটি চোখে মুখে পরশ দিয়ে যাচ্ছিল, তার সঙ্গে মিলাব, না পারস্যের রন্ধনশালার যে ভুর্ ভুরে একটা মিষ্টি গন্ধ নাকের ও রসনার উপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তার সঙ্গে মিলাব।—মীমাংসা যখন মাথায় তাল পাকিয়ে উঠ্‌ছিল, তখন হঠাৎ আমার সমস্ত সমস্যা সমাধান করে কুঞ্জের একটা ঝোপের আড়াল হতে ডেকে উঠল—"আচ্ছা হুয়া" করে একটা শেয়াল।

পুলকেশী। শেয়াল ডাকল?

অজিন। আজ্ঞে।—শেয়ালটাও বিষম কবিতার কুহকে পড়েছিল...তার চোখের উপরও চাঁদের জ্যোৎস্না আর গুচ্ছ গুচ্ছ আঙ্গুর;—চাঁদের জ্যোৎস্নার সঙ্গে চোখের ছন্দ মিলাবে, না আঙ্গুরের সঙ্গে রসনার মিল দেবে, বুঝি ভেবে পায় না। তার পর যেটি সত্য কবিতা তার সন্ধান পেয়ে, উভয়ের সমস্যা মিটিয়ে ডেকে উঠ্‌ল—আচ্ছা হুয়া—

পুলকেশী। কি সন্ধান পেল?—রসনার সঙ্গে আঙ্গুর?

অজিন। তা বৈ কি সম্রাট্!

পুলকেশী। এমন ভাবে কবি হওয়াটা তোমার ফস্‌কে না গেলে তোমাকে হর্ষবর্দ্ধনের সভায় পাঠিয়ে দিতেম।

[এক জন সেনানী প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিয়া বলিল—]

সেনা। বিপদ সম্রাট্!

পুলকেশী। বিপদ?

সেনা। হর্ষবর্দ্ধন বিরাট বাহিনী নিয়ে নর্ম্মদার তীরে—

পুলকেশী। কেন?—নর্ম্মদার তরঙ্গ লীলা দেখতে?

সেনা। না সম্রাট! হর্ষবর্দ্ধনের স্পর্দ্ধা...তিনি মহারাষ্ট্র দেশ জয় করবেন।

পুলকেশী। স্পর্দ্ধা বটে। মহারাষ্ট্র-শৌর্য্যের কথা কি সে

প্রবাদেও শোনে নি ? কি উপায়ে নর্ম্মদা পার হবে জান্তে পেরেছ ?

সেনা। অসংখ্য তরণীতে নানা আয়ুধ নিয়ে সৈন্যগণ সজ্জিত হচ্ছে।

পুলকেশী। নর্ম্মদার মাঝ্ গাঙ্গে সব তরণী ডুবিয়ে দাও। প্রতি ঘরে ঘরে যুদ্ধক্ষম সকলকে আহ্বান কর ; নিষাদী, অশ্বারোহী সৈন্যে নর্ম্মদার তীর ভরে দাও—লক্ষ তরণী সজ্জিত কর, চালুক্য সম্রাটের শক্তি দেখে দুরাকাঙ্ক্ষী হর্ষবর্দ্ধন যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

সেনা। সম্রাটের জয় হোক। [প্রস্থান

পুলকেশী। এস অজিন, কবি হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে এবার একটা বড় রকম কবিতা করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—নর্ম্মদাতীরস্থ শিবির শ্রেণী। কাল—প্রভাত

হর্ষবর্দ্ধনের সৈন্যদল গাইতেছিল—

ভীমা তরঙ্গিনী
নাচিছে তরণী
জয় জয় জয়।

—হর্ষবর্দ্ধন—

[হর্ষবর্দ্ধন ও স্কন্ধ গুপ্তের প্রবেশ]

সৈন্য। জয় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের জয়।

হর্ষ। নর্ম্মদা গর্জ্জাচ্ছে। এ উর্ম্মি উদ্বেলিত প্রশান্ত বারি বক্ষঃ, অতিক্রম করে মহারাষ্ট্র শক্তিকে আহত কর্ত্তে হবে। সৈন্যগণ! মহরাষ্ট্র শক্তি দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠেছে সত্য, কিন্তু তারা কখনো হর্ষবর্দ্ধনের অভেদ্য বিজয় বাহিনীর সম্মুখীন হয়নি। যাও হে দুর্দ্দম শূরগণ! তোমাদের অপ্রমেয় তেজোবলে আজ অর্দ্ধ ভারত ব্যেপে হর্ষবর্দ্ধনের গগনস্পর্দ্ধী গৌরব কেতন প্রতিষ্ঠিত,...মহারাষ্ট্র শক্তি ধ্বংস করে সমস্ত ভারতকে ঐ পতাকার নীচে নিয়ে এস।—দক্ষিণাপথের এই যুদ্ধে যদি তোমরা জয়ী হতে পার, তোমাদের অতুল কীর্ত্তি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ অক্ষরে চিরদিন মুদ্রিত হয়ে থাক্‌বে। যাও, তোমাদের দুর্জ্জয় বাহুতে মুক্ত তরবার নিয়ে, দুর্ম্মদ সাহসে হৃদয় পূর্ণ করে—

স্কন্ধ। জয় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের জয়। গাও সৈন্যগণ—

সৈন্যগণ গাইল—

ভীমা তরঙ্গিনী
নাচিছে তরণী
জয় জয় জয়।
দীপ্ত গরিমা
না করিব ম্লান
হোক না জীবন ক্ষয়।

মোরা বিজয়ী সন্তান
মুক্ত করেছি লক্ষ কৃপাণ,
আসুক মৃত্যু, ঝঞ্ঝা, তুফান
দলিয়া মথিয়া লভিব জয়।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—নর্ম্মদার বক্ষ। কাল—প্রভাত।

দূরে নর্ম্মদা বক্ষে হর্ষবর্দ্ধনের নৌবহর দেখা যাইতেছিল, তীরের কাছে সম্রাট পুলকেশীর রণতরী, সম্রাট তীরে দাঁড়াইয়া স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, সেনাপতি ও সৈন্যগণ সজ্জিত হইয়া আদেশের প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া আছে।

পুলকেশী। হর—হর—বম্—বম্—

সৈন্যগণ। হর—হর—বম্—বম্—

পুলকেশী। ঐ দেখ,—ঐ দূর বারিবক্ষে হর্ষবর্দ্ধনের নৌ বহর নর্ম্মদার তরঙ্গ ভেদ করে তীর বেগে অগ্রসর হচ্ছে, ঐ—সকলের পুরোভাগে ঐ যে সজ্জিত তরণী রক্ত পতাকা উড়িয়ে নর্ম্মদার উপর দিয়ে ক্ষুব্ধ তরঙ্গ তুলে দর্প ভরে ধেয়ে আস্‌ছে,—ঐ সুবৃহৎ তরণী সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের। প্রভাতের আলো ফুটেছে, তরণী খুলে দাও, অগ্রসর হও। বল—হর—হর—বম্—বম্—

আর উত্তেজিত করনা।—মহারাষ্ট্র যুদ্ধের এই পরাজয়ের পর সম্রাটের কি অবস্থা হয়েছে একবার ফিরে দেখছ কি?

[উদ্ভ্রান্ত ভাবে হর্ষবর্দ্ধনের প্রবেশ]

হর্ষ। যুদ্ধে আমি হেরে এসেছি ভণ্ডি!

ভণ্ডি। উত্যক্ত হবেন না সম্রাট! হেরেছেন এবার আর একবার জয়ী হবেন।

হর্ষ। এ যুদ্ধে স্থানীশ্বরের কত সুকুমার প্রাণ বলি দিয়েছি জান?

ভণ্ডি। তার জন্য ক্ষুব্ধ হওয়ার কোন কারণ নেই,—যুদ্ধ, হত্যা, মৃত্যু,—রাজার একটা আনন্দ-উৎসব।

হর্ষ। সে কি যুদ্ধ?...করাল মৃত্যুর একটা তাণ্ডব নৃত্য! দিগন্ত বিসার নর্ম্মদার ভৈরব তরঙ্গের উপর দিয়ে মৃত্যুর যেন একটা প্রলয় ঝড় বয়ে গেল।...প্রভাতের অস্ফুট আলোকে একটা ভয়ঙ্কর রোমহর্ষণ আর্ত্তনাদ উঠল!...বারিরাশির ক্ষুব্ধ কল্লোল, অসির ঝন্‌ঝনা তীরের শন্ শন্ শব্দ, আহতের আর্ত্তস্বর সব মিলে কি বিকট হাহাকারে চীৎকার কর্ত্তে লাগল!...স্তব্ধ হয়ে গেলাম,—আতঙ্কে, বিস্ময়ে নয়ন দুটি মুদে রইলেম,...যখন চেয়ে দেখলেম—আমার পরিচিত মুখগুলি দেখতে পেলেম না।—একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস নিয়ে পালিয়ে এলেম।

বাণ। চল সখা! বাহিরের মুক্ত বাতাসে একটু বেড়িয়ে আসি।

হর্ষ। বাহিরে কোথায় যাব?—চারদিক হতে সন্ত বিধবাদের উষ্ণ নিশ্বাস আমায় ভস্ম করে দেবে, নাগরিকগণ অবজ্ঞার ভঙ্গীতে আমার পানে চাইবে, নগরের বিজয়লক্ষ্মী উর্দ্ধ হতে আমায় অভিশাপ দেবে! ওঃ—হোঃ! [বাণ ভট্টের হস্ত চাপিয়া ধরিয়া] নাঃ! [হস্ত ছুঁড়িয়া ফেলিয়া] বড় গরম। একটা দুর্গন্ধ পাচ্ছ?

বাণ। কৈ? না।

হর্ষ। পাচ্ছ না?...গলিত শবের গন্ধ? উঃ! নিশ্বাস টানতে পাচ্ছি না। [হস্ত দ্বারা নাসিকা আবৃত করিয়া] ঢেকে ফেল, নাসিকা ঢেকে ফেল, কি উৎকট গন্ধ! পাচ্ছ না? বসা লিপ্ত পঁচা মাংসের গন্ধ? দেখছনা সুমুখে...ঐ শেয়াল শকুনিতে মাংস নিয়ে কাড়া কাড়ি কচ্ছে?—ঐ পঁচা, গলিত মাংসখণ্ড গুলি কার জান?...আমার সে সুন্দর সহ-যাত্রিগণের—

ভণ্ডি। সম্রাট্!

হর্ষ। কাঁদ, কাঁদ ভণ্ডি! আমার নয়নের অশ্রু হৃদয়ের উত্তাপে বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে, আমি দুফোঁটা চোখের জল দিয়েও তাদের তর্পণ কর্ত্তে পাচ্ছি না। কাঁদ, কাঁদ...ঐ

নীলিমা লিপ্ত ব্যোম মণ্ডল বিদীর্ণ করে ক্রন্দনের রোল তোল,—যেন তারা স্বর্গ হতে শুন্‌তে পায়।

[নেপথ্যে—কোলাহল]

হর্ষ। এঁ্যা! শোন,...ঐ পুত্রহারা, পতি হারা নারীদের আর্ত্তনাদ! তারা তাদের রাজার কাছে আস্‌ছে, তাদের প্রিয় জনের সংবাদের জন্য! লুকাব......কোথায় লুকাব?

বাণ। সামন্ত স্কন্ধগুপ্ত আস্‌ছে কতকগুলো বন্দীকে নিয়ে।

হর্ষ। এ্যা! তবে কি দুঃসাহসী সামন্ত, পুলকেশীকে বন্দী করে আন্‌লে?—আমার প্রিয় সহযাত্রিগণের হত্যার প্রতিশোধ দিতে?

[অর্জ্জুন ও কতিপয় ব্রাহ্মণকে বন্দী করিয়া রক্ষীদলসহ স্কন্ধগুপ্ত প্রবেশ করিল।]

স্কন্ধ। মহারাষ্ট্র যুদ্ধের পরাজয়ে এ বিদ্রোহী বন্দিগণ উৎফুল্ল হয়ে কারাগার ভেঙ্গে পালাতে চেয়েছে।

হর্ষ। দাও, তাদেরে মুক্ত করে দাও, মানুষকে পশুর মত লৌহ কারায় বন্ধ করে রেখ না।

ভণ্ডি। সে কি মহারাজ? এই অর্জ্জুন আপনার মাথার উপর বিদ্রোহের খড়্গ তুলেছিল, আর এই ব্রাহ্মণগণ আপনার হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল;—মুলস্থানের তর্ক-সভায় আপনি

যখন পারসীক পুরোহিতগণকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন, এরা মুলস্থানের সে অতিথি-নিবাসে অগ্নি দিয়ে সম্রাটকে তখন পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল ; কিন্তু ভগবান তথাগত সম্রাটকে রক্ষা করেছেন, পারসীক পুরোহিতগণ পুড়ে ভস্ম হল। এরা দণ্ড যোগ্য।

ব্রাঃ বন্দী। আমরা দণ্ড যোগ্য এজন্য যে আজ ভারত-সম্রাট বৌদ্ধ, আর আমরা অগ্নি হোত্রী ব্রাহ্মণ।

বাণ। সত্যই তোমরা ব্রাহ্মণ ? নিজের বুকে হাত দিয়ে বল দেখি—সত্যই তোমরা ব্রাহ্মণ ?...সেই উদার, মহান তপস্বীদের বংশধর ?—যাঁরা পরের কল্যাণ-ব্রতে নিজেদের অস্থি,মাংস উৎসর্গ করেছিলেন ? হীন ষড়যন্ত্রকারী তোমরা... বৃথা তোমাদের যজ্ঞানুষ্ঠান, বৃথা তোমাদের যজ্ঞসূত্র ধারণ। ছিঁড়ে ফেলে দাও উপবীত...ব্রাহ্মণত্বের মিথ্যা অভিমানের বিজয় চিহ্ন—

ভাণ্ড। অর্জ্জুন, ঈশ্বরের নাম কর।—তোমার শাস্তি সমাগত—

অর্জ্জুন। ঈশ্বর ? ঈশ্বর কোথায় ? সে যদি থাকত, লক্ষ, লক্ষ লোকের প্রাণঘাতী এই সম্রাট সিংহাসনে বসত না, আর আমি সে হত্যায় বাধা দিয়েছি বলে আমার মাথার উপর তরবার উঠ্‌ত না।

হর্ষ। সত্য বলেছ অর্জ্জুন,...আমার শাস্তি হ'ল কৈ? এই যে লক্ষ লক্ষ তরুণ প্রাণ বলি দিলেম, তার প্রায়শ্চিত্ত কর্লেম কৈ?...দাও স্কন্দগুপ্ত, এদের শৃঙ্খল মুক্ত করে দাও। কি? স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে যে? ভেবেছ আমার মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে?—না স্কন্দ, আমি স্থির বুদ্ধিতে বলছি,... এদের মুক্ত কর।—হিংসা, মানুষের মনে শুধু প্রতিহিংসা জাগ্রত করে,...সেই ভাব নিয়ে শক্তিমান সম্রাটের চিত্ত যদি গড়ে ওঠে; ক্ষুদ্র, দুর্ব্বলের যে অস্তিত্ব লোপ হবে। হিংসাকে আমি দণ্ড দেব ক্ষমা দিয়ে, প্রতিহিংসার শাণিত খড়্গ তুলে নয়,...সে দণ্ড স্কন্দ, এত কঠোর হবে যে,—সারা জীবন তীব্র অনুশোচনায় এরা জর্জ্জরিত থাকবে। দাও, মুক্ত কর। হর্ষ-বর্দ্ধনের দণ্ড বিধানে অন্য শাস্তির ঠাঁই দিও না।

[স্কন্দগুপ্ত ইঙ্গিত করিলে রক্ষা সৈন্যরা বন্দিগণের শৃঙ্খল মুক্ত করিয়া দিল।]

বন্দিগণ। জয় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের জয়।

[জয়ধ্বনি করিতে করিতে প্রস্থান]

হর্ষ। দেখ্‌লে স্কন্দ?...কি আনন্দে এরা জয়ধ্বনি কর্ল!—পার্ত্তে কি রাজদণ্ডের কঠোর হস্তে এদের কণ্ঠ-রোধ করে জয়ধ্বনি তুল্‌তে

স্কন্দ। সম্রাট!—

হর্ষ। যাও স্কন্দ, তোমাদের কর্ত্তব্যের বোঝা নিয়ে একটু দূরে সরে দাঁড়াও,—শান্তির নিশ্বাস ফেলে নিই।

[ভণ্ডি ও স্কন্দগুপ্তের প্রস্থান]

বাণ। আশায়, আনন্দে আমার বুক ভরে গেছে সখা! তোমার চোখের উপর আবার সে শুভ্র জ্যোতিরেখা উজ্জ্বলতর হয়ে ফুটে উঠ্‌তে দেখে। মহানুভব তুমি, ভগবান চিরজীবন তোমাকে পরের মঙ্গল-মন্দিরের পূজারী করেই রাখুন।

হর্ষ। বড় ব্যথা এ প্রাণে—

[নেপথ্যে সুমধুর বাদ্য]

হর্ষ। এ কি?

বাণ। আমার তরুণের দল, তোমায় কুঞ্জ-কুটীরে আহ্বান কর্ত্তে আস্‌ছে। এ দীন ভবনে চল সখা! আবার দু' বন্ধুর জীবনটাকে কবিতার স্বপ্নে, ফুলের সঙ্গীতে ভোর করে দিইগে।

[গাইতে গাইতে তরুণ দলের প্রবেশ]

এস, এস রূপ গন্ধ ভরা সুন্দরের দেশে,
এস উড়ায়ে উত্তরীয় উতলা বাতাসে,
এস শিশির সিক্ত স্নিগ্ধ প্রভাতে,
বকুল বিছানো পথে পথে,
এস ফুলের হাসিতে নিশীথ বাঁশীতে,
এস কেতকী কেশরে বিলসিত বেশ
এস, এলায়ে আলসে।

———

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—প্রয়াগ। হর্ষবর্দ্ধনের শিবির। কাল—অপরাহ্ণ।

বস্ত্র-বাস মধ্যে হর্ষবর্দ্ধন বসিয়া লিখিতেছিলেন, এই সময় ভণ্ডি আসিয়া অভিবাদন করিল—

হর্ষ। রত্নাবলী কাব্য খানা শেষ কচ্ছিলেম। আবার তুমি ত্যক্ত কর্ত্তে এলে ভণ্ডি?

ভণ্ডি। আজ আমার বড় আনন্দ যে,—সম্রাটের মন সুস্থির হয়েছে।

হর্ষ। দু'ভাই মিলে জগৎ জুড়ে যে হাহাকার তুল্লেম, তার বিলাপধ্বনি এখনো যে থাম্‌ল না,...জীবন ভোর একি কর্ল্লেম ভণ্ডি?

ভণ্ডি। রাজার কর্ত্তব্য করেছেন।

হর্ষ। নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য!...কারো ক্রন্দনে হৃদয় গল্‌বে না, কারো হাহাকারে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌তে পার্ব্বনা।

ভণ্ডি। ঐ ত রাজার কর্ত্তব্য।...রাজা থাকবে দৃঢ়, অটল, উন্নত শির,---শত প্রলয়ের ঝঞ্ঝায়; নিষ্ঠুর বধির—শত ক্রন্দনে।

হর্ষ। তার হৃদয় কি পাষাণ দিয়ে গড়া?

ভণ্ডি। পাষাণের কঠোরতা দিয়েই রাজার হৃদয়কে গড়তে হয়।

হর্ষ। কিন্তু সে কি কষ্ট ভণ্ডি?...হৃদয়ের স্নেহ,

ভালবাসার শ্বাস রুদ্ধ করে চেপে রাখা কি কষ্ট!—প্রতি পলে পলে তারা বেরুবার জন্য ছট্‌ফট্‌ কর্ব্বে...বেরুতে পার্ব্বেনা,...কি কষ্ট সে!

ভণ্ডি। স্নেহ, ভালবাসার বিলাপ ধ্বনি দীনের কুটীর প্রাঙ্গনেই কলরব তুলে,—রাজপ্রাসাদের মণিময় কক্ষতলে তার প্রবেশ অধিকার নেই।

হর্ষ। যদি জীবনটাকে রাজ-গণ্ডীর ঘেরা হতে ছাড়িয়ে নিয়ে কুটীরবাসীর মুক্ত জীবনের সঙ্গে বিনিময় কর্ত্তে পার্ত্তেম, জীবনটা যেন সার্থক হত।...যদি ব্যথিতের আঁখি জল মুছাতে না পার্লেম, যদি পীড়িতের সর্ব্বাঙ্গে স্নেহের করুণ পরশ বুলাতে না পার্লেম এ পৃথিবীতে এলেম কেন? একটা আতঙ্ক, একটা বিভীষিকার লীলা দেখিয়ে গেলাম শুধ্‌!—

ভণ্ডি। সম্রাটের হৃদয়ের কোমলতার প্লাবন এত দিন তাঁর সিংহাসনকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যেত;—একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভণ্ডি, তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সে গতি রোধ করেছে।

হর্ষ। তা জানি।—কিন্তু আমায় কোথায় নিয়ে এলে?—মানব পর্য্যায়ে, না হিংস্র পশুর দলে?

ভণ্ডি। এনেছি,—ভারতের গৌরবময় স্বর্ণসিংহাসনে।

হর্ষ। কিন্তু সেই সিংহাসনে বসে কি স্বপ্ন দেখে শিউরি উঠি জান ?

ভগুপ্ত। সম্রাটের মনের অস্থিরতার কথা আমার অবিদিত নেই।

হর্ষ। মনের অস্থিরতা নয় ভগুপ্ত !—চোখ তুল্লেই দেখ্‌তে পাই,—সে মহান পুরুষের বিষাদ মাখা মূর্ত্তিখানা।... কি করুণ সে দৃশ্য !—আধ নিমীলিত নয়ন দুটি ভাসিয়ে বিশ্ব-হৃদয়ের সমস্ত বেদনা যেন অশ্রু হয়ে গলে পড়্‌ছে !—

[দিবাকর মিত্রের প্রবেশ]

দিবা। বুদ্ধং মে শরণং, ধর্ম্মং মে শরণং, সংঘং মে শরণং।

হর্ষ। প্রভু ! গুরুদেব ! এত দিন পরে এই অভাজনকে মনে পড়ল ?

দিবা। তোমার সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে রক্তের উচ্ছ্বাস ফুঁসে উঠেছিল,...অতিক্রম করে আস্‌তে পারিনি।

হর্ষ। আপনিইত সে সিংহাসনে এ অভাজনকে অভি-ষিক্ত করেছিলেন। দীর্ঘদিন আপনার আদেশের অপেক্ষায় পিতৃ সিংহাসন উপেক্ষা করেই ছিলাম।

দিবা। সত্য বৎস ! তোমার উদার হৃদয় মধ্যে বিশ্ব-প্রেমের পূত প্রবাহ বইতে দেখেছিলেম ;—ভেবেছিলেম,—যে প্রেমের জন্য রাজার ছেলে তপস্বী হয়ে হেম-প্রাসাদ হতে

বেরিয়ে এসেছিলেন, রাজাকে দিয়ে সে প্রেম সার্থক কর্ব্ব, ...রাজ-শক্তির আশ্রয়ে এই ভারতবর্ষের প্রত্যেক নর-নারীকে অহিংসা মন্ত্রের উপাসক করে একটা নূতন স্বর্গ গড়ে তুলব।—সব আশা বিফল আমার। কি ভুলেই বুঝেছিলেম!

হর্ষ। সিংহাসনের চারি দিকে আততায়ীর বিদ্রোহী তরবারগুলি যখন ক্ষুধিত আগ্রহে হৃদপিণ্ডের রক্ত পানের জন্য ছুটে আসে, কোন্ অহিংসা মন্ত্রে তাদের স্তম্ভিত কর্ব্ব?

দিবা। যাদের মন্ত্রশক্তি প্রাণময় তারা পারে বৈ কি বৎস!

হর্ষ। এই যুগে?—এ দুর্ব্বল মানবে?

দিবা।—হাঁ বৎস! এই যুগে,—এই দুর্ব্বল মানবে। এই যুগেরি শাক্য কুলের এক সুকুমার কিশোরের করুণ প্রাণের মন্ত্রশক্তি কোটি কোটি মানবের হিংসা বৃত্তিকে স্তম্ভিত করে রেখেছে।

হর্ষ। তবে গুরুদেব! এই নিন্,—মণিময় কণ্ঠহার, এই স্বর্ণ-মুকুট, অর্দ্ধ ভারতব্যাপী এ সাম্রাজ্য।...আমার সব দম্ভ, সব গৌরব, সব ঐশ্বর্য্য ফিরিয়ে নিয়ে আমাকে সর্ব্ব রকমে কাঙাল করে দিউন।

দিবা। অনেক দূর এগিয়েছ বৎস! ফির্বার উপায়

নেই। আজ কোটি কোটি নরনারীর শুভ, সম্পদ তোমার উপর নির্ভর।...সে মহান ত্যাগী পুরুষের পূর্ণ আদর্শ নিয়ে একটা প্রেমরাজ্য গঠন কর। এস এই ত্রিবেণী সঙ্গমে, আমি তোমাকে ত্যাগের নব মন্ত্রে দীক্ষা দেব। বল — 'বুদ্ধং মে শরণং, ধর্ম্মং মে শরণং, সংঘং মে শরণং—

হর্ষ। বুদ্ধং মে শরণং, ধর্ম্মং মে শরণং, সংঘং মে শরণং।

[হর্ষবর্দ্ধন নিমীলিত নেত্রে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন, দিবাকরমিত্র তাঁহার মস্তকের উপর হস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন]

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান – পথ। কাল—মধ্যাহ্ন।

প্রয়াগের নাগরিকগণ পথের মাঝে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

প্রঃ নাগ। সর না বাপু, গায়ের উপর এসে পড়ছে যে!

দ্বিঃ নাগ। তোমার যে ভুঁড়ি তাতেই ভীড় লেগেছে,— যেন গান্ধারের বিশ মনী জালা।

প্রঃ নাগ। মেলা বক না। নিজের উদরটায় একবার হাত বুলিয়ে দেখ না?—ঐরাবতের মাসতুত ভাই।

তৃঃ না। কি গোলমাল কচ্ছ?...থাম, থাম,—এখনি রাজার শোভাযাত্রা এসে পড়্‌বে।

চতুঃ নাগ। অত ঠেল্‌ছ কেন? একটু দেখতে দাওনা বাপু!

প্রঃ নাগ। রাজাকে দেখা বহু পুণ্যির কথা।

চতুঃ নাগ। আমার কি কম পুণ্যি?—এ সেদিন বারাণসীতে যেয়ে তেরাত্তিরে শ্রাদ্ধ করে বাবা বিশ্বনাথের ছি চরণে পিণ্ডি উচ্ছুর্গ করে এসেছি।

দ্বিঃ নাগ। পিণ্ডি না তোমার মুণ্ডু উচ্ছুর্গ করেছ! লোকে পিণ্ডি উচ্ছুর্গ করে গয়ায়, আর পুণ্যির ঠাকুর উচ্ছুর্গ কর্লেন বারাণসীতে! আহাম্মুখ!

তৃঃ নাগ। মহাশয়েরা সুমুখ থেকে একটু সরে দাঁড়ান, আপনাদের দেহগুলি ত আর দর্পণ নয় যে তার ভিতর দিয়ে দেখা যাবে।

[দুই জন ব্যক্তি হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল]

প্রঃ নাগ। দাঁড়ান মশায়, দাঁড়ান!

প্রঃ ব্যক্তি। দাঁড়াবার ফুর্সৎ নেই; বোধ হয় এতক্ষণে আরম্ভ হয়ে গেল।

প্রঃ নাগ। কিসের আরম্ভ?

প্রঃ ব্যক্তি। শোনেন নি?—সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন ত্রিবেণী-সঙ্গমে দান যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন।

প্রঃ নাগ। তা আর জানি না? এখনো ঢের দেরী!

দ্বিঃ ব্যক্তি। হেঁ!—ঢের দেরী?—জান,—ঘোড়ার ডিম।

প্রঃ নাগ। আরে এখনো যে সম্রাটের শোভাযাত্রা বেরোয়নি, দেখছ না পথে লোকের ভীড় লেগেছে।

প্রঃ ব্যক্তি। শোভাযাত্রা কবে সকালে বেরিয়ে গেল! বলে কি বেকুবটা!

প্রঃ নাগ। এঁ্যা! সে কি? শোভাযাত্রা বেরিয়ে গেল কি?

দ্বিঃ ব্যক্তি। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকগে। [প্রস্থান]

[কোলাহল করিতে করিতে অন্য সকলের প্রস্থান]

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—ত্রিবেণীসঙ্গম। কাল—প্রভাত।

বিচিত্র চন্দ্রাতপ তলে বিরাট সভা। বেদীর উপর বুদ্ধদেবের ও সূর্য্যের মূর্ত্তি, অন্য একটি বেদী খালী। সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন ও অন্যান্য রাজন্যবর্গ ভিন্ন ভিন্ন আসনে আসীন। ভণ্ডি ও স্কন্ধগুপ্ত প্রভৃতিরা সভাস্থল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল; সম্মুখে দর্শকগণ—

বৌদ্ধ ভিক্ষু বালকেরা গাইতেছিল—

কণ্ঠে বাজে মঙ্গল ছন্দ,

বক্ষে বন্দনা,

পাপিয়া ফুকারে হসিত প্রাণ,
কাকলী তোলে চন্দনা।
উছলি পড়িছে আলোর ঝলক,
নৃত্য ভঙ্গে জড়ায়ে পুলক
উচ্ছলে মধুরে নাচে দিগাঙ্গনা।

হর্ষ। যাঁর কিরণ সম্পাতে স্নিগ্ধ সলিলা, সরিৎ সাগর পূর্ণা, নানা নগনদী শোভিতা এ বিপুলা পৃথিবী প্রাণ তীর্থে পরিণতা,—সে জ্যোতিরাত্মা ভাস্কর মূর্ত্তির বন্দনা কর। এই উৎসব মণ্ডপে ভগবান বুদ্ধদেব ও জ্যোতিস্মান্ বিবস্বানের বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আজ আদিনাথ মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা কর্ব্ব। হর্ষবর্দ্ধন সকল ধর্ম্মের চরণে মস্তক নত করে। এ পুণ্য প্রয়াগ তীর্থে,—এই গঙ্গা, যমুনা সরস্বতীর মিলন-ক্ষেত্রে এস আজ সকলে এক প্রাণে এক মহাসঙ্ঘে মিলিত হই।

সকলে। জয় সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের জয়।

হর্ষ। এই পুণ্য স্থানে,—এ দেবতীর্থে আজ কেউ সম্রাট নয়। আজ সকলেরই, সমান মর্য্যাদা, সমান আসন. সমান অধিকার।

[শঙ্খ, ঘণ্টা বাজাইয়া শ্রমণগণ মহাদেবের মূর্ত্তি আনিয়া বেদীর উপর স্থাপন করিল]

হর্ষ। সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান, সর্ব্বমঙ্গলময়...গর্ব্বিত ঐশ্বর্য্যের

দ্বারে দীন সন্ন্যাসী—শঙ্করের ঐ রজতগিরিসন্নিভ বিগ্রহ মূর্ত্তির বন্দনা কর।

[সকলে বিগ্রহ মূর্ত্তির উদ্দেশে প্রণত হইল]

[শ্রমণ দিবাকর মিত্রের প্রবেশ]

দিবা। বুদ্ধং মে শরণং—ধর্ম্মং মে শরণং—সংঘং মে শরণং—শুভলগ্ন উপস্থিত দান ক্রিয়া আরম্ভ করে দাও।

হর্ষ। যাও ভণ্ডি! প্রজাদের সঞ্চিত অর্থে রাজ কোষ স্ফীত হয়ে উঠেছিল, নিঃশেষ করে এনেছি এখানে... কপর্দ্দক শূন্য করে সব বিলিয়ে দাও।

[ভণ্ডির প্রস্থান]

দিবা। ভগবান বুদ্ধ অমিতাভ তোমার কল্যাণ করুন।

ভিক্ষুবালকগণ গাইতে লাগিল—

গম্ভীর মন্দ্রে ধ্বনিল মন্ত্র,
হিংসার হল অবসান,
বুদ্ধ শরণ ধর্ম্ম শরণ সংঘ শরণ
লহ লহ প্রাণ।

বিশ্ব ভরিয়া ওঠে কলতান,
হৃদয়ে হৃদয়ে বাজে প্রেমগান,

—হর্ষবর্দ্ধন—

চূর করে হিংসা দ্বেষ অভিমান,
বুদ্ধ শরণ ধর্ম্ম শরণ সংঘ শরণ
লহ লহ প্রাণ।
নমো অহিংসার অবতার নমো ভগবান।

[নেপথ্যে—জয়ধ্বনি ও কোলাহল]

[ভণ্ডির প্রবেশ]

ভণ্ডি। সম্রাট! গর্ব্বে, আনন্দে, ভক্তিতে বক্ষঃ আমার ভরে গেছে। দান ক্রিয়া যখন আরম্ভ হল, চারদিক হতে কি জয় ধ্বনি উঠ্‌ল! সম্রাটের বিজয়-উৎসবের কত জয়ধ্বনি শুনেছি,—আজ যেন লজ্জার ভারে তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল!—পরকে সুখী করার মধ্যে যে এত আনন্দ—জীবন ভোর বুঝ্‌তে পারিনি—

হর্ষ। হে পরম বুদ্ধ! তোমারই জয় হোক।

দিবা। আজ আমারও বড় আনন্দের দিন হর্ষবর্দ্ধন!

হর্ষ। গুরুদেব! যদি এত দূর টেনে তুল্লেন, একটা দিন আমাকে সে মহাপুরুষের প্রব্রজ্যা ধর্ম্মে দীক্ষা দিউন। রাজ-কোষ সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছি, অঙ্গের এ রাজভূষণও বিলিয়ে দিয়ে নিজেকে নিঃশেষে নিঃস্ব কর্ব্ব। প্রভু! গৈরিক চীরবাস নিয়ে আমি সন্ন্যাসী হব,—নৈলে বাহিরের ঐশ্বর্য্য ভারে ভিতরের বৈরাগ্য ভেঙ্গে পড়তে পারে।

দিবা। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন তথাগত।

[হর্ষবর্দ্ধন নিকটস্থ দরিদ্রগণকে নিজের আভরণ খুলিয়া বিলাইয়া দিতে লাগিলেন]

দিবা। তুমি বৎস! ক্ষমা দিয়ে ক্রোধ জয় করেছ, তুমি সৎ হয়ে অসৎকে জয় করেছ, দানে কৃপণ জয় করেছ, সত্য দিয়ে মিথ্যা জয় করেছ; ধন্য তুমি! ভিক্ষুকের মহিমাময় আদর্শে আজ তুমি আদিত্যের মত অম্লান জ্যোতিতে প্রকাশ হয়ে উঠেছ। তোমার শীলাদিত্য নাম জগতে বিখ্যাত হোক। এই জীর্ণ চীরবাসে আজ তুমি কি সুন্দর! একবার এই জন-সমুদ্রের সম্মুখে তোমার মঙ্গল কর প্রসারিত করে এসে দাঁড়াও।

[হর্ষবর্দ্ধন করযোড়ে সকলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

[হিউয়েন-সাঙের প্রবেশ]

হিউয়েন। ধন্য! ধন্য! ধন্য ভারতবর্ষ! ধন্য তোমার ত্যাগধর্ম্ম!—তোমার স্ফটিকশুভ্র তুষারমৌলী বিরাট হিমালয়,—তোমার ফেন বিভঙ্গ—উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গ বিশাল বারিধি,—তোমার শ্যাম-স্নিগ্ধ উদার বক্ষের গলিত স্নেহ—এই গঙ্গা, যমুনা,—তোমার মঞ্জুল পুষ্প বিভূষণ উপবন,—তোমার মর্ম্মের মণিকাঞ্চন, ..তোমাকে যেমন সৌন্দর্য্যে গরীয়ান,—

সম্পদে সমৃদ্ধ করে তুলেছে,—তোমার শান্ত, সুশীল, সত্যসন্ধ অধিবাসিগণও তোমাকে তাদের অপূর্ব্ব শৌর্য্যে, অনবদ্য মনস্বীতার মহিমায় মণ্ডিত করে দেছে। সুদূর চীনের এ দীন, গুণমুগ্ধ পরিব্রাজক, তোমাকে নমস্কার কচ্ছে! হে বিশ্ববন্দিত ভারতবর্ষ! আমার প্রণাম গ্রহণ কর? [প্রণাম]

দিবা। ওঁ শান্তি—শান্তি—শান্তি।